রাঁচি, বুধবার

29:11:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

ঘরে-বাইরে 7 ইসরাইল এবং হামাস যুদ্ধবিরতির...
ঝাড়খন্ড 5 লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে নাগরিকত্ব ..
সম্পাদকীয় 4 ১৭ দিন পর আটকদের. আরো জিম্মি ও ফিলিস্তিনির মুক্তি,...

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>050 >>12 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৫০ >><< ১২ই, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

গ্রিসের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বাতিল করলেন সুনাক

লন্ডন ঃ গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিৎসোতাকিসের সঙ্গে বৈঠক বাতিল করে দিলেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। ব্রিটেন এই বৈঠক বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। গ্রিস অভিযোগ করেছে, পার্থেনন মার্বেল নিয়ে আলোচনা এড়ানোর জন্য এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে লন্ডনে এই দুই নেতার বৈঠকে বসার কথা ছিল। গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, ''বৈঠকের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই বৈঠক বাতিল করে দিয়েছেন। এর ফলে আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, এই কথাটাই জানাতে চাই।'' বিবিসি জানিয়েছে, মিৎসোতাকিসকে বলা হয়েছিল, তিনি সুনাকের বদলে ব্রিটিশ উপ প্রধানমন্ত্রী অলিভার ডাওডেনের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী খারিজ করে দিয়েছেন। বৈঠকে গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী তাদের কয়েক দশক পুরনো দাবি ওঠাতেন, তা হলো, লন্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে থাকা গ্রিসের প্রাচীন ভাস্কর্য ফেরত দিতে হবে।মিৎসোতাকিস বলেছেন, ''গ্রিস ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে ঐতিহ্যগতভাবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে।

বাজার দর

SENSEX : 66174.20 +204.16
NIFTY : 19889.70 +95.00

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
2600 °c	15.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .01 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .11 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)	59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)	57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা	75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

আদানি গোষ্ঠী বিবৃতি দিয়ে জানাল ভারতের উত্তরকাশীর টানেল দুর্ঘটনায় কোনওভাবেই যুক্ত নয় এই সংস্থা

উত্তরাখণ্ড ঃ ভারতের উত্তরকাশীতে গত ১২ নভেম্বর টানেল দুর্ঘটনার পর এখনও সুড়ঙ্গে আটকে আছেন ৪১ জন শ্রমিক। তাদের কীভাবে সুড়ঙ্গের মধ্যে থেকে বাইরে বের করে আনা যায়, তা নিয়েই চলছে নানা পরিকল্পনা। যুক্তরাষ্ট্রের যন্ত্র অগার মেশিন ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই উদ্ধারকাজে বড় ধাক্কা এসেছে। এখন পাহাড়ের ওপর থেকে উলম্বভাবে খনন চালিয়ে শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছে উদ্ধারকারী দল। সময়সাপেক্ষ হলেও এটাই এখন উদ্ধারের অন্যতম রাস্তা। এই পরিস্থিতির মাঝেই আলোচনা শুরু হয়, উত্তরকাশীর সিল্কয়ারা টানেল খোঁড়ার কাজের দায়িত্বে ছিল আদানি গোষ্ঠী। এই খবরে যখন গোটা দেশ আন্দোলিত, তখন এ নিয়ে মুখ খুলল গৌতম আদানির সংস্থা। এই অভিযোগের মাঝে সোমবার ২৭ নভেম্বর সেই নিয়ে মুখ খুলল গৌতম আদানির কোম্পানি। তারা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, 'আমাদের নজরে এসেছে, কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে উত্তরাখণ্ডের টানেল বিপর্যয়ের সঙ্গে আমাদের নাম জড়াচ্ছে। যারা এটা করছেন তাদের তীব্র নিন্দা করি। আমরা স্পষ্ট করে জানাতে চাই যে এই টানেল তৈরির কাজের সঙ্গে আদানি গোষ্ঠী বা তার কোনও অধীনস্থ সংস্থা বা তার কোনও সহযোগী সংস্থার কোনও পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। এই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে উত্তরাখণ্ডের সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজে যে সংস্থা আছে, তাতে তাদের কোনও শেয়ারও নেই। সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকদের কাছে নিয়মিত খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিস পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল আগেই। সুড়ঙ্গের বাইরে প্রবল উৎকন্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করছেন আটকে পড়া শ্রমিকদের পরিবারের মানুষেরা। আন্তর্জাতিক সুড়ঙ্গ বিশেষজ্ঞ দলের প্রধান আর্নল্ড ডিক্স এর তত্বাবধানে চলছে সুড়ঙ্গ কাটার কাজ। এই কাজে প্রথমে ব্যবহার করা হয়েছিল অগার মেশিন। সেই মেশিন ধ্বংসস্তূপ কাটতে কাটতে শ্রমিকদের কাছে যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করার কথা ছিল। কিন্তু শ্রমিকদের থেকে ১০ মিটার দূরে মেশিনটি বিকল হয়ে যায়। এখন দু'ভাবে উদ্ধারকাজ চালানোর কথা ভাবা হয়েছে। এক, ভার্টিক্যাল ড্রিলিং অর্থাৎ যন্ত্রের মাধ্যমে পাহাড়ের ওপর থেকে খোঁড়ার কাজ চালানো ও দুই, ম্যানুয়াল ড্রিলিং অর্থাৎ উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা কোদাল শাবল গাঁইতি দিয়ে ধ্বংসস্তূপ কেটে শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করবেন। হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র চারধাম যাতায়াতের জন্য উপযোগী রাস্তা তৈরি করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয় কেন্দ্র সরকার। আর সেই প্রকল্পের অধীনেই ছিল সিল্কয়ারা টানেলের কাজ। সেই কাজ করতে গিয়েই গত ১২ নভেম্বর বিপত্তি ঘটে। ধস নেমে টানেলের মধ্যেই আটকে যান শ্রমিকরা। হায়দরাবাদের সংস্থা নবযুগ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেডের ওপর ছিল সিল্কয়ারা টানেলের খোঁড়ার কাজ।

আবারও ঋণের উর্ধ্বসীমা তুলে দেয়ার পক্ষে জার্মান মন্ত্রিসভা

বার্লিন ঃ সরকার যেন ইচ্ছেমতো ঋণ নিতে না পারে সেজন্য ২০০৯ সালে ঋণের উর্ধ্বসীমা চালু করে জার্মানি। করোনা ও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে গত তিনবছর এই সীমা তুলে দেওয়া হয়েছিল। এ বছরও সেটি করতে একমত হলেন জার্মানির মন্ত্রিসভার সদস্যরা।

সোমবার তারা একটি সম্পূরক বাজেটে একমত হয়েছেন। সংসদের নিম্নকক্ষ বুন্ডেসটাগে এটি পাস হতে হবে। সে লক্ষ্যে মঙ্গলবার বুন্ডেসটাগে বক্তব্য রাখবেন জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস। এরপর সম্পূরক বাজেট নিয়ে আলোচনা হবে।

ঋণের উর্ধ্বসীমা বিষয়টি জার্মানির সংবিধানে আছে। এতে বলা হয়েছে, বাজেট ঘাটতি জিডিপির ০.৩৫ শতাংশের বেশি হতে পারবে না। তাই সরকার যখন এবার করোনার জন্য বরাদ্দ দেওয়া অব্যবহৃত অর্থ (৬০ বিলিয়ন ইউরো) জলবায়ু খাতে খরচ করা শুরু করেছিল, তখন আপত্তি করেছিল বিরোধী দল সিডিইউ। তারা সাংবিধানিক আদালতকে বিষয়টি জানিয়েছিল। তার প্রেক্ষিতে ১৫ নভেম্বর আদালত জানায় যে, সরকার ঐ অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করতে পারবে না। অথচ সরকার ইতিমধ্যে জ্বালানি সংকট সমাধানে নেওয়া পদক্ষেপের বাস্তবায়ন ও বন্যার্তদের সহায়তায় ৪৫ বিলিয়ন ইউরো খরচ করে ফেলেছে। এই অর্থ সম্পূরক বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংবিধানে বলা আছে, জরুরি অবস্থা কিংবা আর্থিক মন্দার সময় ঋণের উর্ধ্বসীমা আইনের ব্যত্যয় ঘটানো যেতে পারে। তাই করোনা ও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণ দেখিয়ে গত তিন বছর ঋণের উর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়া হয়েছিল। জার্মানির অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়ান লিন্ডনার গত সপ্তাহে বলেছিলেন, সরকার যা খরচ করছে তা সংবিধানের আওতায় রাখতে তিনি এ বছরটিকে 'জরুরি' বলে ঘোষণা করবেন। সরকারের এক মুখপাত্র মনে করছেন, সম্পূরক বাজেটটির আইনি ভিত্তি শক্ত। জ্বালানির উচ্চমূল্যের কারণে চতুর্থবারের মতো ঋণের উর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়েছে। ''২০২৩ সালকেও আমরা জরুরি মনে করছি, কারণ ২০২২ সাল যে কারণে জরুরি ছিল সেই একই কারণ এবছরের জন্যও প্রযোজ্য,'' বলেন তিনি।

ইউক্রেনের বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় শীতকালীন ঝড়ের আঘাত

ইউক্রেনঃ আসন্ন শীতের মৌসুমে রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের উদ্বেগের মধ্যে সোমবার ইউক্রেনের বিদ্যুৎ গ্রিড একটি তুষার ঝড়ের কারণে চাপের সম্মুখীন হয়। ওই ঝড়ে দুই হাজারের বেশি শহর ও গ্রাম বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, ঝড়ের ফলে ১৬টি অঞ্চলের বিভিন্ন শহর বিদ্যুৎ গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এর মধ্যে মধ্য ও দক্ষিণ ইউক্রেনের এলাকাগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রবিবার রাতের ভাষণে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি পরিষেবা পুনরুদ্ধারের জন্য যারা কাজ করছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এই ধরনের কঠিন পরিস্থিতিতে যে সেনা সদস্যরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদের প্রতি ইউক্রেনীয়দের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। গত শীতের মৌসুমে রাশিয়ার বাহিনী বারবার ইউক্রেনের বিদ্যুৎ গ্রিড অবকাঠামোতে আঘাত করেছে। এর ফলে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছিল এবং ইউক্রেনের ব্যাপক মেরামত কার্যক্রম চালাতে হয়েছিল। এছাড়া সোমবার ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক তাদের সর্বসাম্প্রতিক মূল্যায়নে বলেছে, গত ছয় সপ্তাহে রাশিয়া সম্ভবত যুদ্ধে সর্বোচ্চ হতাহতের হার দেখছে। ব্রিটিশ মন্ত্রক ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর তথ্য উদ্ধৃত করেছে। এতে বলা হয়েছে, নভেম্বর মাসে গড়ে ৯৩১ জন রাশিয়ানের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে, যা মার্চ মাসে দৈনিক ৭৭৬ জনের হতাহতের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। ব্রিটিশ মন্ত্রক বলেছে, যদিও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দারা নিহত এবং আহত উভয়ের মোট হিসেবে পদ্ধতিটি যাচাই করতে পারেনি, তবে পরিসংখ্যানগুলো বিশ্বাসযোগ্য।

গুজরাটে প্যারাগ্লাইডিং ব্যবহার হচ্ছে আকাশপথে পুলিশি টহলদারির কাজে

জুনাগড় ঃ অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস হিসাবে পরিচিত প্যারাগ্লাইডিং। এই প্যারাগ্লাইডিংকেই টহলদারির কাজে ব্যবহার করছে ভারতের গুজরাটের পুলিশ। প্যারামোটোরিং করতে করতে আকাশপথে লিলি পরিক্রমায় আসা পুণ্যার্থীদের উপর নজর রাখতে দেখা গেছে এক পুলিশকর্মীকে। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেছে।

গুজরাত পুলিশের তরফ থেকে তাদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেল (পূর্ববর্তী ট্যুইটার)'এ পোস্ট করা হয়েছে ভিডিওটি। তাতে দেখা গেছে, এক পুলিশকর্মী খাকি উর্দি পরে জুনাগড়ে প্যারামোটোরিং করছেন। প্যারামোটোর হল একধরনের মোটর চালিত প্যারাগ্লাইডার, যেটি চলে ছোট একটি ২ স্ট্রোকের ইঞ্জিন দিয়ে। সেটা আটকানো থাকে পাইলটের পিঠে।

পুলিশের পোস্ট থেকে জানা গেছে, তারা জুনাগড়ে লিলি পরিক্রমা পর্যবেক্ষণ করতে প্যারাগ্লাইডার ব্যবহার করেছিল। এটি একটি বার্ষিক তীর্থযাত্রা, যেখানে ভক্তরা জুনাগড় জেলায় অবস্থিত আধ্যাত্মিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ গিরনার পর্বত পরিক্রমা করেন। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে কার্তিক মাসে এই পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়। ভবনাথের মন্দির থেকে শুরু হয় লিলি পরিক্রমা। সেই উপলক্ষে মেলাও বসে। সারা দেশ থেকে ভক্তরা হাজির হয় গিরনার পর্বতের পাদদেশে। প্যারাগ্লাইডিং করে পুলিশি নজরদারির বিষয়টি নিয়ে নেটিজেনদের বক্তব্য দেখা গেছে। বাহ! ভবিষ্যতের কথা ভেবে দারুণ বাস্তবায়ন। মনে হচ্ছে পরবর্তীকালে ড্রোন পুলিশিংও ঘটবে, লিখেছেন একজন। আপনারা প্রযজেনীয়তা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। তবে ড্রোন ব্যবহার করুন, অনেক ভাল বিকল্প, লিখেছেন আরেক নেটিজেন।

সিদ্ধান্ত উষ্ণ বায়ু এবং সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে অ্যান্টার্কটিকার বরফ গলে যাচ্ছে

দ্রুত গলতে থাকা অ্যান্টার্কটিকা পরিদর্শন করলেন জাতিসংঘ প্রধান

BIENVENIDOS
FUERZA AÉREA DE CHILE
BASE AÉREA ANTÁRTICA
PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA

কিং জর্জ দ্বীপঃ কপ টোয়েন্টিএইট জলবায়ু আলোচনার আগে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস দ্রুত গলতে থাকা অ্যান্টার্কটিকা পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, সম্মেলনে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া উচিত। সম্মেলনে দেশগুলো পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাসের নির্গমন হ্রাসের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আলোচনা করবে।

গুতেরেস অ্যান্টার্কটিকায় তিন দিনের সরকারি সফরে ছিলেন। চিলির প্রেসিডেন্ট গ্যাব্রিয়েল বোরিক কিং জর্জ দ্বীপে চিলির এদুয়ার্দো ফ্রেই বিমান বাহিনী ঘাঁটিতে একটি সরকারি সফরের জন্য তার সাথে যোগ দেন।

গুতেরেসেরও নৌকায় করে কলিন্স এবং নেলসন হিমবাহ পরিদর্শনের কথা ছিল। তিনি আগামী সপ্তাহে দুবাইতে শুরু হওয়া জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনকে দেশগুলোর জন্য পর্যাপ্ত সময়সীমার মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানির বিষয়ে পর্যায়ক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়ার একটি সুযোগ হিসেবে অভিহিত করেছেন যাতে করে বৈশ্বিক উষ্ণতার বৃদ্ধি প্রাক শিল্প তাপমাত্রা থেকে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের (২ দশমিক ৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট) বেশি না হয়। উষ্ণ বায়ু এবং সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে অ্যান্টার্কটিকার বরফ গলে যাচ্ছে। হিমায়িত মহাদেশটি পৃথিবীর জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ এটি সূর্যালোককে দূরে প্রতিফলিত করে এবং প্রধান সমুদ্র স্রোতগুলো চালিত করে।

বছরের পর বছর ধরে বিজ্ঞানী এবং পরিবেশবিদরা বিশ্ব উষ্ণায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকের বরফের ওপর নজর রেখেছেন। গত মাসে নেচার ক্লাইমেট চেঞ্জে প্রকাশিত এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, উষ্ণতা এমনভাবে বেড়েছে যে, কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী গ্যাসের নিঃসরণ যতই কমানো হোক না কেন, বরফের গলন এখন 'অনিবার্য'।

গত মাসে সায়েন্স অ্যাডভান্সেস এ প্রকাশিত আরেকটি গবেষণায় বলা হয়েছে, ১৯৯৭ সাল থেকে প্রায় অ্যাঃটার্কটিক বরফের প্রায় ৫০টি শেলফ কমপক্ষে ৩০ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৮টি সেই অল্প সময়ের মধ্যে অর্ধেকের বেশি বরফ গলে গেছে।

जल्द ही आपके
हाथों में होगा
राष्ट्रीय ख़बर
हमारी नज़र
का बांग्ला संस्करण
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর

অভাবের তাড়নায় ১৮ দিনের সদ্যোজাতকে স্থানীয় ব্যবসায়ী দম্পতির কাছে দেড় লক্ষ টাকায় বিক্রির অভিযোগ পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রীর বিরুদ্ধে, স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা সেই সদ্যোজাতকে আবার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেও, সেই দেড় লক্ষ টাকা জোরপূর্বক নেওয়ার অভিযোগ ওই নেতার বিরুদ্ধে, সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল, খোঁচা বিজেপির, সাফাই তৃণমূলের

অন্তর্বিভাগ
হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতাল
HARISCHANDRAPUR RURAL HOSPITAL
হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতাল
PARKING

মালদা ঃ স্বামী ভিন রাজ্যে কাজ করে। সংসারে অর্থাভাব। ঠিকভাবে জোটে না খাবার। রয়েছে বছরের শিশু সন্তান। চলতি মাসের ১ তারিখ আবার একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় মা। কিন্তু এতটাই খিদের তাড়না ১৮ দিনের খুদেকে এক ব্যবসায়ী দম্পতির কাছে দেড় লক্ষ টাকায় বিক্রি করার অভিযোগ মায়ের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগ নিজের মুখে স্বীকার করে নিয়েছেন মা। যদিও এই বিক্রি করার খবর জানাজানি হতেই স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা ক্ষুদেকে ওই ব্যবসায়ী দম্পতির কাছ থেকে এনে মায়ের কোলে তুলে দেয় বলে জানা গেছে। কিন্তু ওই দেড় লক্ষ টাকা স্থানীয় সেই তৃণমূল নেতা অভাবী মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নেয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে গ্রামের সালিশি তে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ফেরত দিলেও ত্রিশ হাজার টাকা এখনো ফেরত দেননি। অন্যদিকে ওই ব্যবসায়ী দম্পতি সন্তান কেনার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। আর তৃণমূল নেতার দাবি তিনি শুধু এই বাচ্চা বিক্রি আটকেছেন। কোনরকম টাকা নেননি। এদিকে এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। রাজ্য কর্মসংস্থান নেই। এতটাই অভাব যে শিশুকে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে মা। এই ভাষাতেই সুর চড়িয়েছে বিজেপি। পাল্টা সাফাই তৃণমূলের।মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ঘটনা।হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত পিপলার বাসিন্দা লক্ষ্মী দাস। স্বামী ভিন রাজ্যে কর্মরত। ঠিক ভাবে টাকা পাঠাতে পারে না। বাড়িতে রয়েছে এক বছরের পুত্র সন্তান। নভেম্বর মাসের ১ তারিখ হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে আরেকটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় লক্ষ্মী। কিন্তু বাড়িতে এতটাই টাকার অভাব।সদ্যোজাতের প্রয়োজেনীয় কোন খাবার বা সামগ্রি কেনার ক্ষমতা নেই লক্ষ্মীর। সাথে খিদের জ্বালা। স্থানীয় বিনোদ আগরওয়ালা নামে এক ব্যবসায়ীর কন্যা সন্তান রয়েছে। কিন্তু কোন পুত্র সন্তান নেই। লক্ষ্মীর সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে টাকার বিনিময়ে কিনে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি।অভাবি লক্ষ্মী দেড় লক্ষ টাকার বিনিময় তার সদ্যজাতকে তুলে দেন বিনোদ আগরওয়ালার কাছে। কিন্তু সেই খবর জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়।স্থানীয় দ্রোণাচার্য ব্যানার্জি (বিট্টু) নামে এক তৃণমূল নেতা সদ্যোজাত কে বিনোদ বাবুর কাছ থেকে নিয়ে আবার লক্ষ্মী দাসের হাতে তুলে দেন। কিন্তু অভিযোগ ওই দেড় লক্ষ টাকা দ্রোণাচার্য ব্যানার্জি (বিট্টু) জোরপূর্বক নিয়ে নেন লক্ষ্মী দেবীর কাছ থেকে। পরবর্তীতে গ্রামে এই নিয়ে সালিশি সভা হলে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ফেরত দেন। কিন্তু বাকি ৩০ হাজার দেননি। যদিও দ্রোণাচার্য ব্যানার্জির (বিট্টু) দাবি তিনি শুধু শিশু বিক্রি আটকেছেন। কোনরকম টাকার বিষয় তিনি জানেন না। অন্যদিকে লক্ষ্মী দাস নিজের মুখে স্বীকার করে নিয়েছেন সদ্যজাতকে বিক্রির কথা। লক্ষ্মী দাস জানিয়েছেন সংসারে অত্যন্ত অভাব। ঠিক ভাবে খাবার জোটে না। স্বামিকে টাকা পাঠাতে বললে স্বামীও পাঠায় না। তাই সে বাধ্য হয়েছিল। যদিও বিনোদ আগরওয়ালা সমগ্র ঘটনা অস্বীকার করেছেন। সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গেছে। তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছে এই টাকা নেওয়ার অভিযোগ বিরোধীদের চক্রান্ত। পাল্টা বিজেপির দাবি রাজ্যের কর্মসংস্থানের বেহাল দশা এই ঘটনায় প্রমাণ হচ্ছে। এতটাই অভাব মানুষের যে মানুষ শিশুকে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। আর সেখান থেকেও কাট মানি নিয়ে নিচ্ছে তৃণমূল।

নিজের জমিতে ঘর বানাতে গেলে বাধা দিল কাকা, মারধোর করলো বাড়ির লোকদের, ভাঙচুর করলো নতুন ঘরের সব পিলার

উত্তর দিনাজপুর ঃনিজের জমিতে ঘর বানাতে গেলে বাধা দিল কাকা, মারধোর করলো বাড়ির লোকদের, ভাঙচুর করলো নতুন ঘরের সব পিলার। সেই আক্রমনের ভিডিও সহ শনিবার দুপুর সোয়া বারোটা নাগাদ রায়গঞ্জ থানার দারস্থ হলো আক্রান্ত ভাইপো। ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার বাসুদেবপুর এলাকায়। অভিযোগকারীর নাম মহাম্মদ হাসিম আলী, বাড়ি বাসুদেবপুরে। তার অভিযোগ এদিন সকালে ১০ টা নাগাদ তারা নিজেদের জমিতে বাড়ি বানাতে গেলে কাকা এসে বাধা দেয়। বাড়ির লোকেদের লোহার রড দিয়ে মারধোর করে। ঘটনার সময় ভিডিও করেছে সে।

খবরের জের সম্প্রচার হতেই প্রশাসনের চাপ হাসপাতালে পড়ে থাকা মৃতদেহ নিয়ে গেল আত্মীয়রা

।।মৃত্যুর ৪৮,ঘন্টা পর বাধ্য হয়ে মৃতদেহ নিতে এগিয়ে আসলো স্বজন হারানোর পরিবার ভুল স্বীকার মৃতের পরিবার।।

অমানবিকতার দৃশ্য দেখেছিল সুন্দরবন হাসপাতাল পড়ে থাকা মৃতদেহ অস্বীকার করেছিল পরিবারের

উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি সুন্দরবনের সিতুলিয়ার বছর ৬৫ মোরশেদ গাজী, অসুস্থ হয়ে চলতি মাসের ১২ই ,নভেম্বর হিঙ্গলগঞ্জ ১৩ নম্বর সানডেল বিল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে গিয়েছিল মোর্শেদের পরিবার। তারপর থেকে তারা আর খোঁজ নেয় না পরিবারের সদস্যরা। এই চার দিন ধরে হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে শুরু করে নার্স তার দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েছিল। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরেও শেষ রক্ষা হলো না। গতকাল বৃহস্পতিবার ১৬ই নভেম্বর মোরসেদে মৃত্যু হয় চিকিৎসকরা জানিয়ে দেয়।মৃত্যুর সংশয় পত্রে মৃতের পরিবারের লোকের মোবাইল নাম্বার থাকলে সেই মোবাইলে ফোন করলে হাসপাতাল থেকে তারা ফোন তুলতে নারাজ এমন কি ফোন লাইন কেটে দেয়।মৃতদেহ নিতে অস্বীকার করছে। একবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক সভ্যতায় মানুষ আজ অমানবিকতার সেটা দেখিয়ে দিল। ২৪ ঘঃটা মৃতদেহ করে থাকার পরও পরিবারের লোক নিয়ে যেতে নারাজ। ইতিমধ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হিঙ্গলগঞ্জ পুলিশ প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানিয়েছে সহ বিডিও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসন থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরে লিখিতভাবে জানাইছে। কিন্তু মৃতদেহ এখনো পর্যন্ত কেউ নিতে আসেনি। যার ফলে সময় যত যাচ্ছে মৃতদে পচন শুরু হয়েছে দুর্গন্ধ ছরাচ্ছে। হাসপাতালে চারিদিকে। ফলে সমস্যার মধ্যে পড়েছে হাসপাতালে কর্তৃপক্ষ কলকাতা টিভিতে খবর সম্প্রচার হতেই প্রশাসনের চাপ হাসপাতালে পড়ে থাকা ৪৮ ঘণ্টার মৃতদেহ অবশেষে এগিয়ে আসলো মৃতের পরিবার পাশাপাশি এই ঘটনার ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন হাসপাতাল ও প্রশাসনের কাছে। তার কারণ একদিকে অর্থনৈতিক অন্যদিকে মৃত ব্যক্তি মোরশেদ আত্ম শশুর বাড়িতে তারাই মৃতদেহ শীতে স্বীকার করে মৃতের পরিবার আর শ্বশুর বাড়ির পরিবার মৃত ব্যক্তির সৎকার করতে কনিয়া প্রকাশ করেছিল কেউ এগিয়ে আসিনি অবশেষে সংবাদ মাধ্যমের খবর প্রচারিত হতেই একদিকে প্রশাসনের চাপ বাধ্য হয়ে মৃত মোর্শেদের ভাই খাদিমুল ইসলাম বোন রোকেয়া বিবি রা মৃতদেহ নিয়ে গ্রামের বাড়ি সন্দেশখালি থানার খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিতুলিয়া গ্রাম সৎকার করার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে।

মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার পঞ্চবটি গ্রামে সকালে এক ব্যক্তির পোড়া দেহাংশ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াই এলাকায়

মুর্শিদাবাদ ঃমুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার পঞ্চবটি গ্রামে সকালে এক ব্যক্তির পোড়া দেহাংশ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াই এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, কালীপুজোর সময় ওই ব্যক্তিকে নরবলি দিয়ে তাঁর দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও জেলা পুলিশের কর্তারা নরবলির তত্ত্ব মানতে নারাজ।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাজে যাওয়ার সময় পঞ্চবটি গ্রামের সিআইএসএফ ক্যাম্প থেকে কিছুটা দূরে একটি জঙ্গলের মধ্যে এক ব্যক্তির পোড়া দেহাংশ পড়ে থাকতে দেখেন কিছু লোকজন। পোড়া দেহাংশের থেকে কিছুটা দূরে ওই ব্যক্তির জামা প্যান্ট পাওয়া যায়। দেহাংশ উদ্ধার করে পুলিশ। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় জানিয়েছেন, 'ওই ব্যক্তির মৃত্যু কিভাবে হয়েছে তা জানার জন্য দেহাংশগুলো ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।'

দুতিন কাঠা জমির নিয়ে নির্দেশিকা দেওয়া হলেও সেটা হচ্ছে না। এল বি এস রা নিজেই কিছু জানে না। দুই একজন এল বি এস মানুষ কে বিভ্রান্ত করছে

কলকাতা ঃ দুতিন কাঠা জমির নিয়ে নির্দেশিকা দেওয়া হলেও সেটা হচ্ছে না। এল বি এস রা নিজেই কিছু জানে না। দুই একজন এল বি এস মানুষ কে বিভ্রান্ত করছে। নিশ্চিত ভাবে যারা কাজ করে তারাই ভুল করে। পরিবেশ বিভাগে লোকজনের অভাব রয়েছে। শহরে অনেক জায়গায় হোর্ডিং রয়েছে। আগামী ২১ নভেম্বর থেকে অভিযানে নামবে কলকাতা পৌর সংস্থার কর্মীরা। সবাই কে সমস্ত বাঁশ খুলে নিতে হবে নাহলে সেটা বাজীয়াপ্ত করা হবে বলে জানান মেয়র। তিনি বলেন যে পরিবেশ রক্ষায় মিস্ট ক্যানন চালু করতে হবে। তবে একজন আধিকারিক জানান যে গ্রীন ট্রাইব্যুনাল থেকে মিস্ট ক্যানন বন্ধ রাখতে হবে। মেয়র বলেন যে জায়গায় এয়ার কোয়ালিটি খুব খারাপ সেখানে মিস্ট ক্যানন চালাতে হবে। মেয়র জানান যে এখনই বেঙ্গল গ্যাস কে ডাকুন আমি কথা বলব বলে জানান মেয়র। তিনি বললেন যে আমাদের ব্যাটারি চালিত গাড়ির সংখ্যা বাড়াতে হবে। এছাড়া মিস্ট ক্যানন চালু করতে হবে। মেয়র বলেন কবে আপনারা কাজ করবেন তখন আমি থাকব না। যা করার এই পাঁচ বছরের মধ্যে করে নিয়ে হবে। তাহলে কি ফিরহাদ আর মেয়র থাকবেন না। সেই ইঙ্গিত দিলেন কি প্রশ্ন উঠছে।সব ঘাট আমাদের নিরীক্ষা হয়ে গেছে। কলকাতার ১৫০ এবং কে এম ডি এ ৪২ টি ঘাট রয়েছে। মোট ২০০ ঘাটে ছট পূজো ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। সব ঘাট পরিস্কার হয়েছে। বেঙ্গল লম্পিয়ের একটা ঘাট নিয়ে সমস্যা হয়েছিল।মালদা একটা রাস্তায় খারাপের জন্য একজন মৃত্যু হয়েছে। অবিলম্বে জেলা শাসক কে এটা দেখা উচিত। ই ডি কি করছে সেটা আমাদের দেখার নেই। তারা যা করছে সেটা তারা দেখবে।২৯ নভেম্বর বিজেপি সভা নিয়ে বলেন অমিত শাহ কাজ না হলে আসবেন। যা করুক বিজেপির বাংলায় স্থান নেই। বঞ্চনা আমরা করছি না কেন্দ্র করছে। ১০০ দিনের টাকা অবসানের টাকা দিচ্ছ না। তার জবাব কি দেবেন অমিত শাহ। পেয়ে তলায় মাটি নেই শুধু অমিত করলে নির্বাচন জিতবে বিজেপি।অভিষেক রাহুলের সঙ্গে দেখা করছে তার মাথা ব্যাথা কেন। তিনি কি ইন্ডিয়া জোট কে ভাঙ্গার চেষ্টা করছেন। তিনি কি মীরজাফরের কাজ করছেনবিজেপি মরা ধরা রাজনীতি করছে। কেউ এমনই হয় তো মারা গেছে। তার তদন্ত হচ্ছে। যেকোনো মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। বিজেপির আন্দোলনের পথ পাচ্ছে না তাই মরা ধরছে বিজেপি বললেন ফিরহাদ হাকিম।জয়নগর নিয়ে বলেন গণপিটুনি টে কে কে অংশীদার সেটা ধরা খুব মুস্কিল। আমাদের নেতা মারা গেছে। সেটা থেকে মুখ ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। সিপিএম খুন করেছে সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। বাংলায় খুনের রাজনীতি হবে না । আগে সিপিএম খুন করেছে। এখনো খুনের রাজনীতি করছে। আর একটা নতুন রাজনীতিক দল ও খুনের রাজনীতি করছে বলে আই এস এফের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

জয়নগরে তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় সরানো হল জয়নগর থানার ওসিকে

জয়নগর ঃ জয়নগরের তৃণমূল নেতার সাইফুদ্দিন লস্করের খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে জয়নগর। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গোটা গ্রাম পুড়ে গেল। অভিযুক্ত গ্রেফতার হল । এবার সরানো হল জয়নগর থানার ওসি রাকেশ চট্টোপাধ্যায়কে। সূত্রের খবর, তাঁকে পাঠানো হয়েছে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের স্পেশাল ব্রাঞ্চে। তাঁর জায়গায় নতুন ওসি হিসাবে দায়িত্ব পাচ্ছেন পার্থসারথি পাল। একই সঙ্গে বদলি করা হল টিটাগড় থানার ওসি সমিত মণ্ডলকে। তাঁর জায়গায় নতুন দায়িত্বে এলেন তাপস কুমার নস্কর। অন্যদিকে, সমিতকে পাঠানো হয়েছে বীরভূম জেলায়। সেখানে মিসিং পার্সন স্কোয়াডে কাজ করবেন তিনি। প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক মাসে একাধিকবার দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে টিটাগড়ে। প্রশ্নের মুখে পড়েছে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। এই অবস্থায় ওসি বদল তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। অন্যদিকে সম্প্রতি জয়নগরের বামনগাছিতে তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন লস্কর খুনের ঘটনায় চাপানউতোর তুঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক মহলে। শুরু থেকেই ঘটনার দায় সিপিএমের দিকে ঠেলেছে তৃণমূল। অন্যদিকে বিজেপির দাবি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলেই ঘটেছে এ ঘটনা। জয়নগরের ঘটনায় ইতিমধ্যেই এলাকার সিপিএম নেতা আনিসুর রহমান লস্কর সহ আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার নদিয়ার রানাঘাট থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। যদিও সিপিএমের দাবি, চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে আনিসুরকে।

আবারও তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে

নামখানা ঃ লোকসভা নির্বাচনে আগে আবারো সামনে চলে এলো তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল।এই ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর বিধানসভার নামখানা ব্লকে ।তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব এবার প্রকাশ্যে চলে এসছে। তৃণমূলের একটি গোষ্ঠী নেতা বীরেন্দ্রনাথ গিরি নামখানা ব্লকের শিবরামপুর অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ের মধ্যে থেকে ওই এলাকার বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে নানান ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য করে । এই ভাইরাল ভিডিও প্রকাশ্যে।একইসঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস সম্পর্কে নানান দুর্নীতি প্রসঙ্গ তুলে ধরেন প্রকাশ্যে। একই সঙ্গে তৃণমূল নেতারা চাকরি দেয়ার নাম নাম করে এলাকা থেকে টাকা তোলা আরম্ভ করে বিভিন্ন কাট মানি নিয়ে তুলোধোনা করেন বীরেন্দ্রনাথ গিরি। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর সমর্থকরা রাত্রে তাকে গ্রেফতারের দাবিতে আঃদোলনে নামেন। বীরেন্দ্রনাথ গিরির অভিযোগ দলের মধ্যে বঙ্কিম হাজরার সমর্থকরা নানান রকম দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন এবং ২০২১ সালে নির্বাচনে জিতে এসে মন্ত্রী হওয়ার পর তিনি বিভিন্ন অঞ্চল কমিটি তে যারা ছিলেন তাদেরকে সরিয়ে নিজের মনোনীত লোকদেরকে বসিয়েছেন। অন্যদিকে শিবরামপুর অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি পলাশ জানা জানিয়েছেন বীরেন্দ্রনাথ গিরি বিজেপির সঙ্গে জোট হয়ে আমাদের অঞ্চলটাকে হাতছাড়া করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই দল বিরোধী কাজের জন্য ওকে অনেক দিন আগে দল থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। গতকাল রাতে তিনি চাবি চুরি করে এনে পার্টি অফিসের ভিতরে ঢুকে এইসব বেফাস মন্তব্য করেছেন। তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেয়া হবে। দলের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে বর্তমান পার্টি অফিসে পড়ল তালা। অন্যদিকে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রুপের তীর ছুড়েছেন তৃণমূলের দিকে।

পুলিশের উপর আস্থা রয়েছে দোষীরা গ্রেফতার হবে , জনানেল মৃত সাইফুদ্দিনের বাবা

জয়নগর ঃ কালীপুজোর পরের দিন ভোর পাঁচটার সময় স্থানীয় একটি মসজিদে নামজ পড়তে যাওয়ার সময় দুটি বাইকে করে পাঁচ জন দুস্কৃতিরা আসে। এরপর দুস্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয় জয়নগরের দাপুটে তৃনমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্কর। এরপর কয়েক ঘঃটার মধ্যে রণক্ষেত্রর চেহারা নেয় জয়নগরের বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের দলুয়াখাকি গ্রাম । একের পর এক বাড়িতে অগ্নিসংযোগের মত ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার পর নড়েচড়ে বসে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। এরপর পুলিশের জালে একের পর এক দুস্কৃতি গ্রেফতার হয়। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। এই ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত আনিসুর রহমান লস্করকের গ্রেফতার করেছে পুলিশ।এর পাশাপাশি অভিযুক্তদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত আছে কিনা তা তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর পুলিশ জেলার পুলিশ। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সন্তুষ্ট মৃত সাইফুদ্দিনের পরিবার। মৃত সাইফুউদ্দিনের বাবা ইলিয়াস নস্কর বলেন, পুলিশ ভালো কাজ করছে। পুলিশের উপর আস্থা রয়েছে পাশাপশি সিআইডি আধিকারিকেরা ইতিমধ্যে তদন্ত ভার নিচ্ছে। আমি চাই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক প্রশাসন। এর পাশাপাশি বামনগাছি অঞ্চলের তৃণমূলের যুব কংগ্রেসের সভাপতি মেহতাব উদ্দিন লস্কর জানান, পুলিশের উপর আস্থা রয়েছে পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করুক। অভিযুক্ত কে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক প্রশাসন। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে এই আবেদন করছি প্রশাসনের কাছে।

RS 698/_ ONLY
RASHTRIYAKHABAR.COM

অবশেষে চিকিৎসককে নিগ্রহ ও মারধরের ঘটনায় পুলিশের জ্যালে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত, যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজ্যা

শান্তিপুর ঃ চাঁদা না পেয়ে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসককে মারধরের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে অবশেষে গ্রেফতার করলো শান্তিপুর থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, গত রবিবার নদিয়ার শান্তিপুর থেকে ফুলিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কাজে যোগ দিতে যাওয়ার সময় ফুলিয়া ঘোষ পাড়ায় চাঁদা আদায়কারীদের হাতে আক্রান্ত হন চিকিৎসক সুজন দাস। সেই ঘটনায় শান্তিপুর থানায় আক্রান্ত চিকিৎসক অভিযোগ দায়ের করলে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। আর এর পরই শুক্রবার রাতে ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে ফুলিয়া থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। যদিও চিকিৎসককে মারধরের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত কে গ্রেফতার করা নিয়ে সোচ্চার হয়েছিল বিজেপি, সেখানেই পুলিশ ও বিজেপি কর্মীদের সাথে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। যদিও পরবর্তীতে পুলিশ আশ্বস্ত করে মূল অভিযুক্তকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করা হবে, যদিও ২৪ ঘঃটা যেতে না যেতেই অভিযুক্ত চাঁদ ঘোষ কে গ্রেফতার করা হয়। এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা চঞ্চল চক্রবর্তীর দাবি, মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পুলিশের সময় লেগে গেছে সাত দিন, তৃণমূলের সাথে জড়িত সেই কারণে গাফিলতি ছিল পুলিশের। যদিও ওই পঞ্চায়েতের প্রধান সুদীপ প্রামানিক জানান, চিকিৎসকের সাথে যে ঘটনা ঘটেছে সত্যিই চাঁদ ঘোস অপরাধ করে থাকে পুলিশ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।

সুন্দরবনে বড় পর্দায় বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার স্বপ্নভঙ্গ ক্রিকেটপ্রেমীদের মাঝরাতেই বশীভূত গোটা ভিডিও হল

সুন্দরবন রবিবার অস্ট্রেলিয়া ও ইন্ডিয়া মেগাফাইনাল উন্মাদনায় গোটা বিশ্ব। যখন প্রহর গুনছে তখন একরাশ হতাশা ভুগছে সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষেরা।উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সুন্দরবনের দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুললীতে একটি জনপ্রিয় ভিডিও হল ছিল। সেখানে গত তিন দিন ক্রিকেট বিশ্বকাপ দেখার জন্য প্রতিটি দলের জন্য প্রচার চলছিল। সেমিফাইনাল অস্ট্রেলিয়া সাউথ আফ্রিকার হওয়ার পর গতকাল শুক্রবার গভীর রাত্রিরে হঠাৎই আগুন লেগে বশীভূত হয়ে যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ভিডিহলের একাধিক যন্ত্রপাতিসসহ বসার জায়গা। ইতিমধ্যে বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার জন্য প্রচার চলছিল প্রান্তিকে এলাকা গুলোতে তার মধ্যেই এই আগুন লেগে ভষ্মিভূত হয়ে গেল ভিডিও হলটি রীতিমতো হতাশা ক্রিকেটপ্রেমীরা। কিসের থেকে আগুন লেগেছে ইতিমধ্যে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৩৫ থেকে ৪০ বছরের এই ভিডিও হল টি এলাকায় একটি প্রাচীন ভিডিও হল বলে পরিচিত বহু মানুষ এখানে আসছেন বিনোদনের জন্য আগুন লেগে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে হতাশা একরাশ আক্ষেপ সুন্দর বনের মানুষের। ইতিমধ্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া মেগা ফাইনালের খেলোয়াড় খেলোয়াড় ও ট্রফির ছবি ফেস্টুন ব্যানার নিয়ে র‍্যালি বের করেছে

আধ পোড়া বইয়ের পাতায় স্বপ্ন পূরণের লড়াই

জয়নগর ঃ দলুয়াখাকির সেই ঘটনার পর আরও অনেকেই এলাকা ছাড়েন। এতদিন পর এলাকায় ফিরে আধপোড়া ঘরের আনাচ কানাচে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল বছর পনেরোর মেয়েটি। মাঝে মাঝে চোখ মুছছে। কী খুঁজছো উত্তর নেই মুখে। খানিকক্ষণ পরে কয়েকটা ঝলসে যাওয়া কাগজ হাতে তুলে বলল, অঙ্ক বইয়ের পাতা। আজ থেকে মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষা শুরু। জয়নগরের চালতাবেড়িয়া হাই স্কুলের ছাত্রী আলিমা লস্কর পড়াশোনায় বরাবরই ভাল। এ বার মাধ্যমিক দেওয়ার কথা তার। প্রস্তুতি চলছিল। শনিবার শুরু হচ্ছে টেস্ট পরীক্ষা। আলিমা বলে, খুঁজে দেখছিলাম, কোনও বই আস্ত আছে কি না। দু'চারটে পাতা উদ্ধার করতে পারলাম। তবে সে সব আর পড়ার মতো অবস্থায় নেই। আলিমার মা মর্জিনা বলেন, দর্জির কাজ করে অনেক কষ্টে মেয়েটাকে পড়িয়েছি। বইপত্র কিনে দেওয়াটা আমাদের মতো মানুষের পক্ষে সহজ ছিল না। মেয়েটা যদি এ বার মাধ্যমিকে বসতে না পারে, এত দিনের সব চেষ্টা, সব লড়াই বিফলে যাবে। উল্লেখ্য, কালীপুজোর পরের দিন ভোর পাঁচটা নাগাদ স্থানীয় একটি মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় জয়নগরের তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্করকে গুলি করে খুন করে দুস্কৃতীরা। এই খুনের ঘটনার পর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে জয়নগরে বামুনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দলুয়াখাকি গ্রাম। ২০ থেকে ২৫ টি বাড়িতে ব্যাপক লুটপাট চালায় তৃণমূল আর সে তো দুস্কৃতীরা। শুধু লুটপাট নয় লুটপাটের পরে বাড়িগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। ঘটনার সাথে দমকলের একটি ইঞ্জ নি পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এরপর থেকে অসহায় মানুষের । আসলে দক্ষিণ বারাসাতের সিপিএমের পার্টি অফিসে। দুদিন পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে দলুয়াখাকি গ্রাম । ঘর ছাড়া মহিলারা গ্রামে ফিরে আসছে। কিন্তু নিজের বাড়িতে ফিরে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লো চালতা বেড়িয়া হাই স্কুলের ছাত্রী আলিমা নস্কর। অসহায় পরিস্থিতি কিবে নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে তা বুঝে উঠতে পারছে না।

₹10K SIP for 5 Yrs can become ₹17L
Invest in Top Mutual Funds 2018
START SIP
UPWARDLY.in

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ইউরোপে ধ্বংসলীলা চালাতে পারে সুপার ভলকানো

নেপলসঃ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সামনে মানুষ কতটা অসহায়, ইতিহাসে তেমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। তবে ইটালির নেপলস শহরের কাছে এক সুপার ভলকানো জেগে ওঠার আগেই মানুষকে সতর্ক করতে চান বিজ্ঞানীরা।

ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সামনে মানুষ কতটা অসহায়, ইতিহাসে তেমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

নেপলস শহরের আশাপাশের মাটির নীচে বাষ্প উদগীরন ও কম্পন বাড়ছে। বিশাল আগ্নেয়গিরির ঝুঁকি লাখ লাখ মানুষের জীবন বিপন্ন করতে পারে। শুধু ভিসুভিয়াস নয়, ফ্লেগ্রিয়ান ক্ষেত্র বলে পরিচিত প্রায় দেড়শো বর্গ কিলোমিটার এলাকাও ঝুঁকির কারণ।

ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিকোলা আলেসান্দ্রো নেপেলস শহরের উপকণ্ঠে পোজুয়োলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন। সেখানকার বন্দরে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটছে। দেখে ভাটা মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু ঘটনাটা ভিন্ন। খাদের প্রাচীর, টিলা ও গোটা গ্রাম ভূপৃষ্ঠের নীচ থেকে চাপের ঠেলায় জল থেকে উপরে উঠে আসছে। নিকোলা বলেন, ''তিন কিলোমিটারেরও বেশি ভূত্বক এক মিটারেরও বেশি উপরে উঠে এলে বোঝা যায়, তার জন্য কত পরিমাণ চাপের প্রয়োজন।'' ফ্লেগ্রিয়ান ক্ষেত্রের নীচে সেই চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। সেখানে ভূপৃষ্ঠের নীচে 'সুপার ভলক্যানো' রয়েছে। বিশাল পরিমাণ লাভা ও গ্যাস ভূত্বক উপর দিকে ঠেলছে। নিকোলা মনে করেন, ''আমরা এবার ইলাস্টিক থেকে আনইলাস্টিক পর্যায়ে এগিয়ে যাচ্ছি। হাতে একটা লাঠি নিয়ে সেটিকে বাঁকালে প্রথমে সেটি ইলাস্টিক বা নমনীয় পর্যায়ে থাকে। চাপ ছেড়ে দিলে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। আবার বাঁকানোর চেষ্টা করলে সেটি মড়মড় করে ভাঙতে শুরু করে। আমি সেই শব্দ শুনতে পাই।''

ফ্লেগ্রিয়ান ক্ষেত্রে ঠিক সেভাবেই ভূত্বক ভাঙতে শুরু করেছে। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে সেই ঘটনা দেখা গিয়েছিল। ভূকম্পনের ফলে বাড়িঘরের ক্ষতি হয়েছে। তার আগে মাটি এখনকার মতোই প্রায় এক মিটার উপরে উঠে গিয়েছিল। সমুদ্রের কিছু অংশে তাপমাত্রা ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে চলে গিয়েছিল। স্থানীয় মানুষের মনে দুশ্চিন্তা বেড়েছে। গোটা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা সেখানে এসেছেন।

১৯৮০'র দশকেও এমন ঘটনা দেখা গিয়েছিল। চাপের ফলে ভূমিকম্প হয়েছিল এবং মাটি আবার নেমে গিয়েছিল। কিন্তু গত ২০ বছর ধরে চাপ আবার বাড়ছে। অর্থাৎ সিসমোলজিস্ট নিকোলা আলেসাঙ্গেদ্রার উদাহরণের মতো লাঠি যেন আবার বাঁকানো হয়েছে। নিকোলা বলেন, ''এর অর্থ, ভূত্বক ভেঙে যাবার আশঙ্কা অত্যন্ত বেশি। তবে এখনই অগ্নুৎপাতের আশঙ্কার কারণ নেই, যা বিশাল বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। পরিমাপ অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ উচ্চতা ছুঁয়েছে। ১৯৮৪ সালের তুলনায় প্রায় দশ সেন্টিমিটার উঠে গেছে।'' প্রথম সম্ভাবনা অনুযায়ী ছোট ছোট ভূমিকম্প ঘটতে পারে। গ্যাস বেরিয়ে এলে চাপ কমবে এবং জমি আবার নেমে যাবে। তবে দ্বিতীয় সম্ভাবনা অনুযায়ী বিপর্যয় ঘটতে পারে। চাপের ফলে ভয়ংকর অগ্নুৎপাৎ দেখা যেতে পারে। গোটা নেপলস শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সে কারণে সিসমোলজিস্ট নিকোলা আলেসান্দ্রো ও আগ্নেয়গিরি বিশেষজ্ঞ মাউরো দি ভিতো ফ্লেগ্রিয়ান ক্ষেত্রের উপর কড়া নজর রাখছেন। সুপার ভলকানোর কার্যকলাপ অবিরাম পরিমাপ করে সেই তথ্য এক ধরনের কনট্রোল সেন্টারে প্রেরণ করা হচ্ছে। সত্যি বিপদের ঝুঁকি দেখা দিলে জনসাধারণকে সতর্ক করা যাবে। মাউরো বলেন, ''ভূকম্পন পরিমাপ যন্ত্রগুলিতে জোরালো বা ঘনঘন কম্পন ধরা পড়লে আমরা সেটা জানাবো। সঙ্গে সঙ্গে সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যালার্ম বার্তা পাঠানো হবে। আমাদের টেবিলের উপর একটা লাল রংয়ের টেলিফোন রয়েছে, যা ইটালির সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরের সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ রেখে চলেছে। বড় ভূমিকম্প দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে যাবে।'' নেপেলস উপসাগরের মানুষ বড় ঝুঁকি নিয়ে সুপার ভলকানোর উপর দিন কাটাচ্ছেন।

জর্জিয়ায় 'নিরাপদ নয় সাংবাদিকতা'

LILLIPUT
Jimmy Jib

জর্জিয়া ঃ জর্জিয়া কি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৮তম সদস্য হবে? ডিসেম্বর মাসেই তা জানা যাবে। বিষয়টি চূড়ান্ত করার আগে ইইউর বর্তমান ২৭ সদস্য জর্জিয়ার কিছু বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেও সে দেশে গণমাধ্যমের অবস্থা খুব ভাবাচ্ছে তাদের।

ঠিক সন্ধ্যে ৬টায় সম্প্রচার শুরু হবে জর্জিয়ার এমতাভারি টিভি চ্যানেলের। পর্দায় দেখা যাচ্ছে সঞ্চালক মিখাইল সেসিয়াশভিলিকে। আজকের বড় খবর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একটি দুর্ঘটনা, যদিও কোনো হতাহতের খবর নেই।

কীভাবে, কোন সংবাদ পরিবেশন করা হবে, তা এমতাভারি টিভি নিজে ঠিক করে।এই সংস্থার তিনশ কর্মী মিলে এই লক্ষ্যে লড়ে যাচ্ছেন। ২০১৯ সালে, তৎকালীন সম্পাদকীয় দৃষ্টিভঙ্গি বেশি সরকারঘেঁষা হওয়ায় এমতাভারি টিভির কর্মীরা সরব হন।

সেসিয়াশভিলি তাদের কাজ কতটা জটিল তা বোঝাতে গিয়ে বলেন, ''আমি এমন এক গণমাধ্যমে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করি, যার ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজনৈতিক কারণে এক বছর তিন মাস কারাবাসে কাটিয়েছেন।''

তার একমাত্র অপরাধ, তিনি সরকারের সমালোচনা করেছিলেন। ''আর এই ভবনের সবাই ভাবেন, এরপর আমাকে যেতে হবে'', বলেন সসিয়াশভিলি।

২০২২ সালের মে মাসে এমতাভারি টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিকা গভারামিয়াকে সাড়ে তিন বছরের সাজা শোনানো হয়। অফিসের গাড়ির ব্যক্তিগত ব্যবহারের ফলে সংস্থাটির আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়। কিন্তু অনেকেই এমন অভিযোগের মধ্যে 'রাজনীতি' দেখছেন।

ইইউ নেতৃত্ব ইতিমধ্যে গভারামিয়ার মুক্তির দাবি জানায়। জর্জিয়ার ইইউ সদস্যপদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও গুরুত্ব পায় বিষয়টি। জুন মাসের শেষে জর্জিয়ান প্রেসিডেন্ট সালোমে জুরাবিচভিলি গভারামিয়ার সাজা মকুব করেন।

তবে সাংবাদিকদের সার্বিক অবস্থা নিয়ে এখনো সন্তুষ্ট নন সেসিয়াশভিলি। তার মতে, ''এটা কঠিন, কিন্তু আমরা একে অপরকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করি, কেন আমরা এই পেশায় রয়েছি, তা বোঝার চেষ্টা করি। আমি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলি, কারণ, আমরা আরো গণতান্ত্রিক, মুক্ত জর্জিয়ার জন্য লড়ছি।''

সমীক্ষা বলছে, ৮০ শতাংশেরও বেশি জর্জিয়ান ইইউ'র সদস্য হবার পক্ষে। রাজধানি টিবিলিসির দেওয়ালে দেওয়ালে 'আমরা ইউরোপ' লেখা দেখা যায়। নভেম্বর মাসে ইউরোপিয়ান কমিশন প্রস্তাব দেয় যে, জর্জিয়াকে ইইউ সদস্যপদ প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হবে, তখন দেশজুড়ে উৎসবের মেজাজ। কিন্তু ইইউ সদস্য হতে গেলে যে ১২টি শর্ত পূরণ করতে হয়, তার মাত্র তিনটি পূরণ করেছিল জর্জিয়া। ব্রাসেলস জর্জিয়াকে সতর্ক করে যে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার দিকে নজর দিতে হবে। তবুও অবিচল থেকেছে জর্জিয়া কর্তৃপক্ষ। চলতি বছরের শুরুতে সাংবাদিকদের সংসদের ভেতর থেকে কাজ করার অনুমতি বা অ্যাক্রেডিটেশন বন্ধ করতে আইন প্রণয়ন করে জর্জিয়া। ফলে, সংসদ সদস্যদের একবারের বেশি দুবার একটি কঠিন প্রশ্ন করলেই অনুমতি হারাবার আশঙ্কা দেখছেন সাংবাদিকরা।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জর্জিয়ার গবেষক মারিয়ম গেরসামিয়া এই চলকে একটি 'আমলাতান্ত্রিক ছুরি' হিসাবে দেখছেন। মারিয়মের মতে, ''কীভাবে সাংবাদিকদের কাজকে ছোট করা হয়, তা আমরা দেখছি। সাথে আমরা দেখছি কীভাবে পরিকল্পিত ক্যাম্পেনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের অসম্মান করা হচ্ছে।''

রাজধানী টিবিলিসির উত্তরাঞ্চলে, শহরের ঝলমলে আলো থেকে অনেকটাই দূরে ফর্মূলা টিভির কার্যালয়। বলা হয়, বিরোধী পক্ষের সাথে যোগ রয়েছে এই চ্যানেলটির।

এই কার্যালয়েই সাপ্তাহিক ব্যঙ্গধর্মী অনুষ্ঠানের কাজ সারেন মিশা এমশভিলডাদজে, যার মুখে লাগাম চাপানো অতটা সহজ নয়। তার চরিত্রের এই দিকটি জর্জিয়ায় তাকে জনপ্রিয় করে তুললেও, সবার প্রিয়পাত্র তিনি স্বাভাবিকভাবেই নন।

জুনমাসে অফিস থেকে ফেরার সময় বেশ কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তাকে ধাওয়া করে ও রাস্তায় ফেলে মারধরও করে। তার চোখে বারবার আঘাত করা হয়, কিন্তু এই আঘাতের লক্ষ্য তাকে মেরে ফেলা ছিল তা মনে করেননা মিশা। মিশার মতে, এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল আঘাতের দৃশ্যমান চিহ্ন রেখে যাওয়া।

মিশা এমশভিলডাদজে বলেন, ''এই দেশে সবাই আমাকে চেনে। ফলে, গণপরিসরে আমাকে আঘাত করলে তা একটা বার্তা পাঠায় ঃ যে আমি যদি নিরাপদ না থাকি, তার মানে কেউ নিরাপদ নয়। যারাই সমালোচনা করবে, তারাই সাজা পাবেন।''

মিশার সহকর্মীরা চেষ্টা করেন অপরাধীদের খুঁজে বার করার এবং তদন্তের পর তারা জানতে পারেন যে এই আক্রমণটি জর্জিয়ার রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তরফেই সংগঠিত করা হয়। সংস্থার সাথে যুক্ত একজন অপরাধী সাব্যস্ত হন, কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের গেরসামিয়া বলেন, ''জর্জিয়ায় সাংবাদিকতা আর নিরাপদ নয়। এই পেশা থেকে জনপ্রিয়তাও সম্ভব নয়, বরং সাংবাদিকদের বিরক্তিকর মনে করেন অনেকে।''

যে হারে এই পেশা ছাড়ছেন অনেকে, তা নিঃসন্দেহে জর্জিয়ার উন্নয়নের লক্ষণ নয় বলেই মনে করেন গেরসামিয়া।

সুইডেনে গাড়ির উন্নত ব্যাটারি উৎপাদন

সুইডেন ঃ ইলেকট্রিক গাড়ির চাহিদা বেড়ে চলায় উপযুক্ত ব্যাটারির প্রয়োজনও বাড়ছে। 'ক্রিটিকাল' উপাদানের প্রাচুর্যের কারণে সুইডেনের এক কোম্পানি উচ্চ মানের শক্তিশালী ব্যাটারি তৈরির কাজে অগ্রগতি করছে।

ইউরোপের উত্তরের দেশ সুইডেনের প্রকৃতি স্বর্গরাজ্যের মতো। হাইটেক দেশটি একই সঙ্গে ইলেকট্রোমোবিলিটি ও গাড়ির ব্যাটারি তৈরির কারণেও বিখ্যাত।

ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যাটারির জন্য প্রয়োজনীয় অনেক 'ক্রিটিকাল' বা জরুরি উপাদানের বড় ভাণ্ডার সে দেশে রয়েছে। ফলে নর্থভোল্ট নামের ব্যাটারি কোম্পানি বিশাল সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে। এমা নেয়ারেনহাইম নর্থভোল্ট কোম্পানির পরিবেশ বিভাগের প্রধান। বলা বাহুল্য, তাঁর নিজের গাড়িটিও বিদ্যুতশক্তিতে চলে। তাঁর কোম্পানি ইলেকট্রিক গাড়ির জন্য যে ব্যাটারি সেল তৈরি করে, সেগুলির বৈশিষ্ট্য কী? এমা বলেন, ''আমরা ব্যাটারিগুলি পাশাপাশি রেখে প্রথমে ছোট ইউনিট হিসেবে মডিউল প্রস্তুত করি। তারপর মডিউলগুলি জুড়ে এক প্রণালী সৃষ্টি করি। তাতে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যোগ করা হয়। ব্যাটারি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হয়। সেই কনট্রোল প্যানেল আদর্শ চার্জিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা স্থির করে এবং কীভাবে, কোন গতিতে চার্জিং হবে, সেই সিদ্ধান্তও নেয়।''

সুইডেনের উত্তরে ইতোমধ্যেই একটি বিশালাকার 'গিগাফ্যাক্টরি' তৈরি হয়ে গেছে, যেটির আয়তন প্রায় ২০০ ফুটবল মাঠের সমান। সেখানে বছরে দশ লাখ ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যাটারি তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিশেষভাবে তৈরি দূষণমুক্ত 'ক্লিন রুম'-এ উৎপাদন প্রক্রিয়া চলে। প্রত্যেক গাড়ি কোম্পানির জন্য আলাদা করে ব্যাটারি সেল প্রস্তুত করা হয়।

গাড়ির নিজস্ব অন বোর্ড কম্পিউটার ব্যাটারি সেলগুলির যতটা সম্ভব সমান ব্যবহার নিশ্চিত করে। তাছাড়া আধ ঘণ্টার মধ্যে ৫০ শতাংশের বেশি চার্জিং সম্ভব করে এই যন্ত্র।

নর্থভোল্টের প্রধান বিনিয়োহকারীদের মধ্যে জার্মানির বিএমডাব্লিউ ও ফলক্সভাগেন কোম্পানিও রয়েছে। একইসঙ্গে এই কোম্পানিগুলি নর্থস্ট্রিমের গ্রাহকও বটে। এমা নেয়ারেনহাইম বলেন, ''ইউরোপের প্রিমিয়াম কোম্পানিগুলি আমাদের গ্রাহক। তারা খানদানি ব্র্যান্ড। আমরা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি তৈরি করি বলে আমাদের এমন গাড়ির প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে হয়, যেগুলি ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার গতিবেগে চলতে পারে।''

স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে 'ক্রিটিকাল' উপাদানের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। প্রতিযোগিতার বাজারে সেটা নর্থভোল্টের জন্য বড় সুবিধা বটে। ব্যাটারি উৎপাদনের জন্য এই কোম্পানির বিশাল পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম, কোবাল্ট ও নিকেলের চাহিদা রয়েছে। পুরানো ব্যাটারিও রিসাইকেল করা হয়। সেগুলি টুকরো টুকরো করে গুরুৎপূর্ণ উপাদান উদ্ধার করা পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য জরুরি। সেইসঙ্গে কারখানাগুলিকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি দিয়ে তৈরি বৈদ্যুৎ ব্যবহার করতে হয়। একমাত্র এভাবেই 'গ্রিন কার ব্যাটারি' উৎপাদন করা সম্ভব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যান্ড ও পর্তুগালেও কোম্পানির শাখা রয়েছে। সব জায়গাতেই রিসাইকেল করা উপাদানের উপর নির্ভর করা হয়। রিসাইক্লিং উৎপাদন প্রক্রিয়া আরো আদর্শ করে তোলার লক্ষ্যে ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করছেন। এমা নেয়ারেনহাইম বলেন, ''আমরা এখানে এমন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করছি, যা আমরা জার্মানি বা পোল্যান্ডে আমাদের যে কোনো হাবেও প্রয়োগ করতে পারি। বাতিল হয়ে যাওয়া ব্যাটারিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিসচার্জ করে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। যেমনটা দেখলাম, শেষে ব্যাটারির কাঁচামাল অবশিষ্ট থাকে।''

সুইডেনের উত্তরে গিগাফ্যাক্টরিরও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে জার্মানিতেও কাজ শুরু হচ্ছে। ২০২৫ সালের মধ্যে ৩,০০০ কর্মীসহ একটি প্লান্ট চালু হবে। বেড়ে চলা চাহিদা মেটাতে সাড়ে চারশো কোটি ইউরো অংকের বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

মুদ্রা জটিলতায় ব্যাহত হচ্ছে রাশিয়ার তেল ব্যবসা, সমস্যার মূলে ভারত

কলকাতা ঃ ইউক্রেনে হামলা চালানোর পর পশ্চিমারা রাশিয়ার ওপর নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে তেল রপ্তানির জন্য ভিন্ন পথ বেছে নেয় রাশিয়া। কিন্তু তা করতে গিয়ে মুদ্রার রূপান্তরজনিত সমস্যার কারণে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে রাশিয়া এবং স্বল্প মেয়াদে এ সমস্যার সমাধানও দেখা যাচ্ছে না বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সংবাদে বলা হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে তেল বাণিজ্যে অভিন্ন মুদ্রা হিসেবে মার্কিন ডলার ব্যবহৃত হয়েছে। মুদ্রার রূপান্তর ও রাজনৈতিক বাধার কারণে ডলারের বিকল্প খোঁজার প্রয়াস সব সময়ই বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বার্তা সংস্থার রয়টার্সের সংবাদে বলা হয়েছে, সমস্যা শুরু হয়েছে ভারতের হাত ধরে। পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞার পর ইউরোপের ক্রেতাদের বদলে ভারত রাশিয়ার অন্যতম বৃহৎ তেল ক্রেতা হয়ে ওঠে। কিন্তু চলতি বছরের জুলাই মাসে ভারত গোঁ ধরে বসে যে তারা তেলের দাম রুপিতে পরিশোধ করবে। রাশিয়া তাতে রাজি না হলে বাণিজ্যিক কার্যক্রম প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। বিষয়টির সঙ্গে সম্পৃক্ত তিনটি সূত্র রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সূত্রগুলো রয়টার্সকে জানায়, রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনানুষ্ঠানিক নির্দেশনার কারণে রাশিয়ার তেল কোম্পানিগুলো ভারতীয় রুপিতে তেলের মূল্য নিতে রাজি হয়নি। রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে সম্পৃক্ত এক সূত্র রয়টার্সকে বলে, রুপির মতো এ রকম রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রায় তেলের মূল্য নেওয়ার অর্থ ছিল না, ভারতের বাইরে রুপির মূল্য নেই বললেই চলে। ভারত থেকে রাশিয়ার আমদানি উল্লেখযোগ্য না হওয়ায় রুপি নিয়ে রাশিয়া বিপদে পড়ত। এ বিষয়ে রয়টার্স রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মন্তব্য চাইলে তারা কিছু বলতে রাজি হয়নি। এ পরিস্থিতিতে গত আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাশিয়া দুটি বৃহৎ তেল কোম্পানি ভারতগামী তেলবাহী জাহাজ ভিন্ন পথে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়, বিষয়টির সঙ্গে সম্পৃক্ত দুটি সূত্র রয়টার্সকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এ নিয়ে রীতিমতো অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়। পরে এ পরিস্থিতি নিরসনে একাধিক মুদ্রায় তেলের মূল্য পরিশোধ করে ভারত। তেলের একাংশের মূল্য চীনা মুদ্রা ইউয়ানে পরিশোধ করে ভারত এ ছাড়া ইউয়ানে রূপান্তরযোগ্য হংকং ডলারে একাংশ ও মার্কিন ডলারে রূপান্তরযোগ্য আরব আমিরাতের দিরহামে বাকি মূল্য পরিশোধ করে। সূত্রগুলো রয়টার্সকে জানায়, মূলত ডলারের বিকল্প মুদ্রা অনুসন্ধান করাই মূল সমস্যা। শুধু ভারত নয়, আফ্রিকা, চীন ও তুরস্কের মতো যেসব দেশ এখন রাশিয়ার তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা, তারাও এ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়েছে ভারতের ক্ষেত্রে সমুদ্রপথে পরিবাহিত রাশিয়ার তেলের ৬০ শতাংশ কিনছে ভারত। সামগ্রিকভাবে রাশিয়ার তেলের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা ভারত প্রথম স্থানে আছে চীন। অন্যদিকে বাণিজ্যসংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হলে সমস্যা বাড়বে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার তেলবাহী ট্যাংকারের মালিকের ওপর প্রথম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যারা পশ্চিমাদের বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির জন্য তেল পরিবহন করেছে। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমারা রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর থেকে তারা ডলার ও ইউরোতে বাণিজ্য করতে পারছে না। ফলে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় রাশিয়ার প্রবেশাধিকার সীমিত হয়ে পড়েছে। পাঁচটি কোম্পানির কাছ থেকে পাওয়া তথ্যানুসারে রয়টার্স জানিয়েছে, রাশিয়ার দৈনিক উৎপাদনের ১০ শতাংশ বা প্রায় ৯০ লাখ ব্যারেল তেল এখনো ডলার বা ইউরোতে বেচাকেনা হচ্ছে। ডলার ব্যতীত অন্যান্য মুদ্রায় লেনদেন করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। রয়টার্স জানিয়েছে, চলতি বছরের প্রথম দিকে ভারতের কাছে রাশিয়া তেল ও অন্যান্য পণ্য বিক্রি বাবদ ৪০ বিলিয়ন ডলার পেত, সম্প্রতি সেই অঙ্ক কিছুটা কমে এলেও এ বিষয়ে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিতে রাজি হয়নি। ভারতীয় মুদ্রা রুপিতে ব্যবসা করা রাশিয়ার জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে। ভারতীয় মুদ্রা রুপি অন্যান্য মুদ্রায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে দেশটি যে শাস্তিমূলক বিনিময় হার করেছে, তাতে অনেক ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ পর্যন্ত বেশি অর্থ ব্যয় হচ্ছে বলে রাশিয়ার বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে। চলতি বছরের এপ্রিল সেপ্টেম্বর সময়ে রাশিয়া থেকে ভারত ৩০ দশমিক ৪ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৪০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। দেশ দুটির মধ্যে বাণিজ্যঘাটতি বেড়ে ২৮ দশমিক ৪ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৮৪০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময় ছিল ১৭ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলার। এদিকে ভারতের ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন রাশিয়ার সোকোল গ্রেডের তেলের মূল্য পরিশোধে সমস্যায় পড়েছে। এই তেল যে কোম্পানি বিক্রি করছে, তারা সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুদ্রা দিরহামে মূল্য পরিশোধের জন্য হিসাব খুলেছে। রাশিয়ার সরকারি কর্মকর্তারা ভারতকে চীনা মুদ্রা ইউয়ানে মূল্য পরিষদের জন্য তাগাদা দিচ্ছেন, কিন্তু বিষয়টি ভারতের জন্য রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল। ভারতের বেসরকারি পরিশোধনাগারগুলো ইউয়ানে মূল্য পরিশোধ করলেও রাষ্ট্রীয় পরিশোধনাগারগুলো দিরহামে মূল্য পরিশোধ করছে। কিন্তু আরব আমিরাতের ব্যাংকগুলো রাশিয়ার তেল বিক্রির ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের মূল্যসীমা মেনে হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে তৎপর হয়ে ওঠায় বিষয়টি সব মিলিয়ে জটিল হয়ে যাচ্ছে।

সম্পাদকীয়

আরো ১১ জন পণবন্দিকে মুক্তি দিল হামাস

ওদের মধ্যে দুইজন জার্মান। ইসরায়েল ৩৩ জন ফিলিস্তিনি জেলবন্দিকে মুক্তি দিয়েছে। সংঘর্ষবিরতি আরো দুইদিন বাড়লো। আন্তর্জাতিক রেডক্রস জানিয়েছে, গাজা থেকে ১১ জন পণবন্দিকে তারা ইসরায়েলে নিয়ে এসেছে। সকলেই এখন ইসরায়েলে আছে। হামাস এই ১১ জন বন্দিকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। অন্যদিকে ইসরায়েলের জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ৩৩জন ফিলিস্তিনিকে বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এদিকে কাতার ও অ্যামেরিকা জানিয়েছে, ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে সংঘর্ষবিরতির চুক্তি আরো দুই দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। গত শুক্রবার থেকে সংঘর্ষবিরতি শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে চার দিনের সংঘর্ষবিরতির চুক্তি হয়েছিল। কাতার এবং অ্যামেরিকা দুইপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করছে। চলতি সপ্তাহেই ইসরায়েল এবং ওয়েস্ট ব্যাংকে যাবেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যাঃটনি ব্লিংকেন। সংঘর্ষ-বিরতি আরো বাড়ানো যায় কি না, তা নিয়ে দুইপক্ষের সঙ্গেই কথা বলতে পারেন তিনি। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বিভিন্ন নেতার সঙ্গে আলোচনা করবেন ব্লিংকেন। গাজায় আরো মানবিক সাহায্য কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়, তা নিয়ে বৈঠক করবেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রধান উরসুলা ফন ডেয়ার লাইয়েন এক্সএ জানিয়েছেন, ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে আরো দুই দিন সংঘর্ষবিরতির চুক্তি হওয়ায় তিনি খুশি। ইইউ চায় আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা। সংঘর্ষবিরতির চুক্তি আরো দীর্ঘ হবে, এমনই আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। প্রফেসর হাগাই লিভাইনের সঙ্গে ডিডাব্লিউ কথা বলেছে। তিনি একজন চিকিৎসক এবং এপিডেমোলজিস্ট। ইসরায়েলে পণবন্দিদের পরিবারের যে ফোরাম তৈরি হয়েছে, সেখানে মুখ্য চিকিৎসক হিসেবে কাজ করছেন তিনি। এখনো পর্যন্ত যে বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রায় সকলের সঙ্গেই দেখা করেছেন হাগাই। চিকিৎসা করেছেন। ডিডাব্লিউকে তিনি জানিয়েছেন, শারীরিক এবং মানসিকভাবে সকলেই বিধ্বস্ত। মূলস্রোতে ফিরে আসতে তাদের সময় লাগবে। তবে এখনো যাদের মুক্তি হয়নি, তাদের নিয়ে আরো বেশি চিন্তা হচ্ছে তার। প্রফেসর হাগাই জানিয়েছেন, পণবন্দিদের মধ্যে আগে থেকে আলাপ না থাকলেও বন্দি অবস্থায় নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন, এক নারীকে মুক্তি দেওয়ার সময় তিনি হামাসের নেতাদের কাছে অনুরোধ করেন, তার বদলে অন্য একজনকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কারণ তার শারীরিক অবস্থা অনেক বেশি খারাপ। এভাবেই বন্দিরা একে অপরের পাশে দাঁড়াচ্ছেন জীবনের ঝুঁকি উপেক্ষা করে। প্রফেসর জানিয়েছেন, এখনো যারা বন্দি আছেন, তাদের কাছে রেডক্রসকেও যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

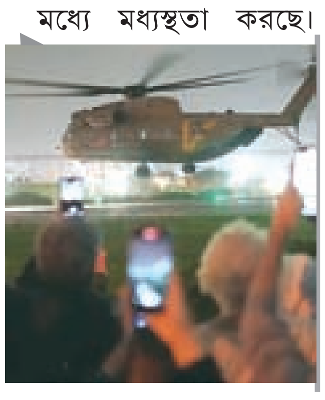

১৭ দিন পর আটকদের একেবারে কাছে উদ্ধারকারীরা

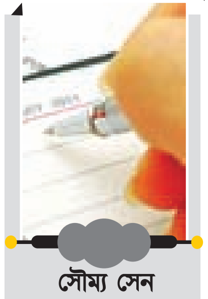

সৌম্য সেন
প্রাবন্ধিক

১৭ দিনের চেষ্টা প্রায় সফল। উত্তরকাশীর টানেলে আটকে পড়া মানুষদের একেবারে কাছে পৌঁছে গেলেন উদ্ধারকারীরা।

উদ্ধারকর্মীদের দল, ইঞ্জিনিয়ার, র‍্যাট হোল মাইনার্স, ট্রাকচালক, সেনাসদস্য, সরকারি কর্মী, মেশিন ও তার চালকরা, রাস্তা তৈরি করেছেন যারা এবং ১৮টি সরকারি বিভাগের অসংখ্য কর্মীর মিলিত চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ থেকে আটকদের বের করার মুখে উদ্ধারকর্মীরা। গত ১৭ দিন ধরে এই ৪১ জন মানুষ ও তাদের আত্মীয়রা তো বটেই, পুরো দেশ অপেক্ষা করছিল এই শুভ মুহূর্তের জন্য। সমানে প্রার্থনা করা হচ্ছিল, তারা যাতে বাইরে বেরোতে পারেন তার জন্য। সেই শুভক্ষণ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আসতে চলেছে বলে জানানো হয়েছে। এই ৪১ জন বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডসহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের মানুষ সেখানে কাজ করছিলেন। হঠাৎ ধসের ফলে তারা টানেলে আটকা পড়ে যান। তারপর থেকে তাদের সেখান থেকে বের করে আনার চেষ্টা চলছিল।

দুপুর সওয়া দুটো নাগাদ ঘোষণা করা হয়, ৪১ জন আটক ব্যক্তি যেখানে আছেন, তার খুব কাছে পাইপ পৌঁছে গেছে। দুই ফুট বাই দুই ফুটের পাইপ। সেই পাইপ যখন আটকদের কাছে পৌঁছে যাবে, তারপর উদ্ধারকর্মীদের দলের এক সদস্য ভিতরে যাবেন। তারপর তিনিই এক এক করে আটক ব্যক্তিকে বাইরে নিয়ে আসবেন। ইতিমধ্যে খবর চলে এসেছে, ৪১ জনই নিরাপদে আছেন।

এই টানেলেই ১৭ দিন ধরে আটক ৪১ জন শ্রমিক। এই টানেলেই ১৭ দিন ধরে আটক ৪১ জন শ্রমিক।

সাড়ে তিনটে নাগাদ জানানো হয়, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা টিমের সদস্য ও সেনার জওয়ানরা পুরো অপারেশন নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে। তারাই আটকদের বাইরে নিয়ে আসবেন।

শেষ পর্যায়ে অসাধ্যসাধন করেন র‍্যাট হোল মাইনার্সরা। যখন অ্যামেরিকা থেকে আনা যন্ত্র ভেঙে পড়ে, তখন এই র‍্যাট হোল মাইনার্সদের কাজে লাগানো হয়। তারা শাবল, গাঁইতি দিয়ে কাজ শুরু করেন। তারাই শেষ ১০-১২ মিটার খননের কাজটা করেন ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে।

প্রশ্ন হলো এই র‍্যাট হোল মাইনার্সদের কেন আগে কাজে লাগানো হলো না? আসলে এই মাইনার্সদের কাজ নিয়ে বিতর্ক আছে। অনেকে মনে করেন, তাদের কাজ আদৌ নিরাপদ নয়। এই মাইনার্সরা সাধারণত উত্তর পূর্ব ভারতে কাজ করেন। ভারতে র‍্যাট মাইনার্সদের কয়লাখনিতে কাজ করতে দেয়া হয় না। কিন্তু এখানে জীবন বাঁচানোর জন্য তাদের দক্ষতাকে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে বিশেষ ট্যালেন্টের দরকার ছিল। তারা ছোট পাইপের মধ্যে দিয়ে গিয়ে কাজ করেছেন। তাদের সালাম জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ এনডিআরএফের প্রধান।

তাই প্রথমে যন্ত্র, বিশেষ করে বিদেশি যন্ত্রের উপর ভরসা রাখা হয়েছিল। সেই যন্ত্র অনেকটা কাজ করলেও তা শেষ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত অন্য উপায় না থাকায় র‍্যাট হোল মাইনার্সকে নিয়ে আসা হয়। তারা অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে অসাধারণ কাজ করেছেন।

আটকে পড়া মানুষরা গত ১৭ দিন ধরে সুড়ঙ্গে ছিলেন। তাই তাদের প্রথমেই বাইরে নিয়ে আসা হবে না। টানেলের ভিতরে একটা অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। সেখানে তাদের এক এক করে নিয়ে আসা হবে। টানেলের ভিতরে তাপমাত্রা বেশি। টানেলের বাইরে তাপমাত্রা কম। তাছাড়া এতদিন ধরে আটকে পড়ে থাকার পর তাদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা কেমন তা আগে পরীক্ষা করে দেখা হবে।

বাইরে তখন অপেক্ষা করছিল অ্যাম্বুলেন্সগুলি। যাদের শরীর খারাপ, তাদের দূরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সে জন্য গ্রিন চ্যানেল তৈরি করা হয়েছে। যাতে অ্যাম্বুলেন্সগুলির হাসপাতাল পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষেত্র কোনো বাধা না থাকে। কোথাও আটকে পড়তে না হয়। দরকার হলে ঋষিকেশের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। পুরো জায়গাটা ঘিরে রেখেছেন সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা। সকলের নজর ছিল সিল্কিয়ারা টানেলের দিকে। সেখান থেকেই ৪১ জনকে বাইরে নিয়ে আসা হবে।

আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার করার জন্য পাঁচটা জায়গা থেকে চেষ্টা করা হচ্ছিল। উপর থেকেও চেষ্টা চলছিল। উপর থেকে ৪৫ মিটার পর্যন্ত খনন করা হয়েছে।

সাবেক সেনা কর্মী ও আটকে পড়া দলের সুপারভাইজার গব্বর সিং নেগি এর আগেও তিনবার এরকম সুড়ঙ্গে আটকে পড়েছিলেন। তিনিই বাকি ৪০ জনকে নেতৃত্ব দেন। তিনি সবাইকে বোঝান, তারা একসময় বাইরে বেরোতে পারবেন। তার জন্য ধৈর্য রাখতে হবে। মনোবল বজায় রাখতে হবে। মনোবল চলে গেলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়বেন তারা।

তিনি টানেলের মধ্যে সকলকে নিয়ে হাঁটতেন। যোগব্যায়াম করাতেন।

তারপর যখন ছোট পাইপ সেখানে পৌঁছে যায়, ফোন চলে আসে, তখন পরিজনদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন তারা। গরম খাবারও পান। মানসিকভাবে অনেক চাঙ্গা হয়ে ওঠেন।

পৌনে তিনটে নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি টানেলের কাছে যান। টানেলের ঠিক বাইরে গাড়ি থামে। মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে হেলমেট পরে টানেলের ভিতরে ঢোকেন।

ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্সের কাছে নিয়ে আসা হয় ওই ৪১ জনের আত্মীয়দের। তারা ব্যাগ হাতে অপেক্ষা করতে থাকেন। সেই ব্যাগের মধ্যে গরম জামাকাপড় ছিল।

দুপুর তিনটে নাগাদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি কে সিং টানেল থেকে বেরিয়ে এসে নিজের টিমের লোকেদের পিঠ চাপড়ে চলে যান। তিনিই চিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি। গত কয়েকদিন ধরে তিনি এখানেই ছিলেন।

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দলের তরফ থেকে লেফটোন্যান্ট জেনারেল সৈয়দ হাসানিয়ান জানান, ''আর দুই মিটার পাইপ যাওয়া বাকি। সেটা গেলেই পৌঁছে যাওয়া যাবে আটকদের কাছে। আগে কিছু ক্ষেত্রে খননের সময়ও কিছু বাধা এসেছিল। এখন কোনো বাধা আসবে না বলেই আমি মনে করি। আটক মানুষরাও খননের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। মাটি থেকে আট মিটার উঁচুতে পাইপ যাচ্ছে। ভিতরেও দুই মিটার পাইপ ঢোকাতে হবে। যাতে কোনো অসুবিধা না হয়।''

তিনি জানিয়েছেন, যখন স্ট্রেটারে করে মানুষদের নিয়ে আসা হবে, তখনো কিছু বাধা আসতে হবে।

তিনি জানিয়েছেন, ''এক এক জন করে আটক ব্যক্তিকে বাইরে নিয়ে আসা হবে। ফলে তার জন্য বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে। কোনোরকম তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে না। পুরো কাজ শেষ হতে চারপাঁচ ঘণ্টা সময়ও লেগে যেতে পারে।''

এই মানুষরা উদ্ধার করা সম্ভব হলো, সেটা নিশ্চয়ই খুব বড় বিষয়। কিন্তু তারপরেও যে প্রশ্নটা থেকে গেল, সেটা হলো, ভারতে হিমালয়ের বুকে এইভাবে টানেল বানিয়ে পরিবেশের কথা না ভেবে রাস্তা তৈরির কাজ কতটা ঠিক? গত কয়েকদিন ধরে ডিডাব্লিউর কাছে একাধিক বিশেষজ্ঞ এই প্রশ্ন তুলেছেন। উত্তরাখণ্ডে চার ধাম যাত্রীদের জন্য চার লেনের রাস্তা তৈরির জন্য এই টানেল তৈরি করা হচ্ছিল।

পরিবেশবিদ এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বিভাংশু কাপারওয়ানি ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ''যত্রতত্র যাতে সুড়ঙ্গ তৈরি করা না হয়, সে দিকে নজর দেওয়া দরকার। হিমালয়কে রক্ষা করা দরকার।''

তিনি ঘটনাস্থলেও গিয়েছিলেন। বিভাংশু জানিয়েছেন, ''যে অঞ্চলে এই সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ চলছে, সেখানে পাথর নরম। এমনিতেই এই অঞ্চল ধসপ্রবণ। তার মধ্যে এমন সুড়ঙ্গ তৈরি অত্যন্ত বিপজ্জনক।'' বিভাংসুর বক্তব্য, সুড়ঙ্গ তৈরি হওয়ার পরেও বিপদের আশঙ্কা আছে। আরো বেশি ধস নামারো আশঙ্কা আছে।

পরিবেশ বিশেষজ্ঞ দীপায়ন দে বলেছেন, ''উন্নয়নের নামে সরকার পরিবেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিচ্ছে। যেভাবে হিমালয় কাটা হচ্ছে তা ভয়াবহ।'' দীপায়নের বক্তব্য, পাহাড়ে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে। তারপরেও কারও টনক নড়ছে না। এই মুহূর্তে এই ধরনের কাজ বন্ধ করে দেওয়া উচিত। বস্তুত, দীপায়নের বক্তব্য, যে ধরনের সয়েল টেস্ট করে এই ধরনের প্রজেক্ট হওয়া উচিত, অনেক ক্ষেত্রেই তা হচ্ছে না। হলে এমন বিপর্যয় ঘটতো না। ওই অঞ্চলে এমন সুড়ঙ্গের নির্মাণই হতো না।

সাময়িকী

শিশুদের নিয়ে সাগরের ঝুঁকিপূর্ণ পথে রোহিঙ্গারা

রেহান মুহাম্মদ
প্রাবন্ধিক

বিভিন্ন সাহায্য সংস্থাদের মতে, বাংলাদেশ থেকে নৌকাপথে দেশান্তরী হওয়া রোহিঙ্গাদের মধ্যে শিশুদের সংখ্যা বাড়ছে। মিয়ানমার ও বাংলাদেশ, দুই দেশেই, রোহিঙ্গারা কোনো নিরাপদ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নেই বলে এমনটি হচ্ছে বলে বিভিন্ন মানবাধিকার ও সাহায্য সংস্থা মনে করছে। ২০১৭ সালে মিয়ানমারে সামরিক বাহিনীর সহিংসতা থেকে বাঁচতে বহু রোহিঙ্গাদেশ ছেড়ে বাংলাদেশে আসেন। বর্তমানে, প্রায় দশ লাখ রোহিঙ্গা বাস করেন বাংলাদেশের কক্সবাজারের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে। আরাকান প্রজেক্ট এই শরণার্থীদের সহায়তার জন্য কাজ করে। তার পরিচালক ক্রিস লেওয়ার মতে, ''কিছু বছর আগে পর্যন্তও এসব নৌকায় যেতেন তরুণ পুরুষেরা। আজকাল এই নৌকার যাত্রী হয় গোটা পরিবার, বাবামা, সন্তান, এমনকি বাকি আত্মীয়রাও।'' সাধারণত, বর্ষার শেষে অক্টোবর মাস থেকে নৌকায় চেপে এই ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রায় রওয়ানা দিয়ে থাকেন রোহিঙ্গারা। এমন যাত্রায় নৌকায় ভিড় বেশি হওয়া, পর্যাপ্ত পানীয় জল না থাকা, নৌকা ডুবে যাওয়া বা মানবপাচারকারীদের খপ্পরে পড়ার মতো ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। চলতি মাসে, ইন্দোনেশিয়ার আচেহ অঞ্চলে এসে পৌঁছেছেন মোট এক হাজার ৮৪জন রোহিঙ্গা, যার মধ্যে ৩৬০টি শিশুসহ ২৯২জন নারী ও ২৩৮জন পুরুষ ছিলেন। এই পরিসংখ্যান জানিয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক তথ্য। এ বছর নৌকায় চেপে দেশ ছেড়েছেন মোট তিন হাজার ৫৭২জন রোহিঙ্গা। পরিসংখ্যান বলছে, এর ৩১ শতাংশই শিশু। এছাড়া, এবছর মোট যতজন রোহিঙ্গা বাংলাদেশ থেকে নৌকায় যাত্রা শুরু করেছেন, সেই সংখ্যারও ৬৫শতাংশ যাত্রী শিশু। এই সংখ্যা গত বছর ছিল ২৭শতাংশ। ২০২২ বছরটি নৌকাপথে রোহিঙ্গা যাত্রীদের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। মোট তিন হাজার ৭০৫জন যাত্রীর মধ্যে প্রায় ৭৫০ যাত্রীই ছিল শিশু।

কক্সবাজারে কর্মরত বাংলাদেশের শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, ''নৌকাপথে শিশুদের যাওয়ার এই চল আগে ছিল না।'' রহমানের মতে, বাংলাদেশ বা মিয়ানমারে কোনো আশার আলো না দেখায় বাধ্য হয়ে নৌকার পথ বেছে নেন রোহিঙ্গারা। তিনি বলেন, ''যখন একটা গোটা গোষ্ঠী রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে, ফিরে যাবার কোন উপায় দেখে না, বা যে দেশে আছে, তার সাথে ভালোভাবে মিশতে পারে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা চিন্তিত হয়ে পড়েন পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে।'' সাহায্য কর্মীদের মতে, এর সাথে আরেকটি কারণও থাকতে পারে। বাংলাদেশে শরণার্থী শিবিরগুলিতে জীবনযাপনের মান অনুন্নত হওয়ার ফলেও অনেক রোহিঙ্গা দেশ ছাড়তে উদ্যোগী হন, বলে তাদের মত। এবছর, রোহিঙ্গাদের জন্য বরাদ্দ খাদ্য সাহায্যের অর্থের পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ কমিয়েছে জাতিসংঘ। শিবিরের বাসিন্দা সন্তানের বাবামায়েরা তাই নিজেরা আধপেটা খেয়ে থাকছেন। মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এপ্রসঙ্গে বলেন, ''ওই টাকা দিয়ে ডিমও কেনা যায় না।'' রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত যাবার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। কর্তৃপক্ষ একাধিক বার মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাবার কথা বললেও বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এগোয়নি। কক্সবাজারের বাসিন্দা রোহিঙ্গা গোষ্ঠীর মোহাম্মদ তাহের বলেন, ''এখন ফিরে যাবার কথা কেউ ভাবছে না। কেউ কেউ যে কোনো মূল্যে পালাতে প্রস্তুত। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও অনেকে নৌকায় চেপে বিপদে ভরা সাগরের পথে রওয়ানা দেন।''

জানা অজানা

ক্ষমারূপিণী মা সারদা

সুনীল কুমার দে

মা সারদা ছিলেন খুব ক্ষমাশীলা। কারোর দোষ মা কোনোদিন দেখতেন না। কারোর নামে কেউ যদি মায়ের কাছে এসে নিন্দা করতেন মা খুব বকাবকি করতেন তাকে। বলতেন,,, নিন্দা , ঠাট্টা সকলে করতে পারে। কি করে তাকে ভালো করতে হয়, সেটা জানে কজন ? এছাড়া তিনি বলতেন মানুষ মাত্রই দোষ করবে। কিন্তু সর্বদা যদি আমরা এই দোষ খুঁজি তবে আমাদের সেই রকমই অভ্যাস হয়ে যাবে। তাই সকলকে মানুষের মধ্যে গুণ খুঁজতে বলতেন।

একদিন একজন তুঁতে মুসলমান কয়েকটি কলা নিয়ে এসে বললেন, মা, ঠাকুরের জন্য এইগুলি এনেছি, নেবেন কি ? মা নেবার জন্য হাত পাতলেন বললেন, খুব নেব, বাবা, দাও। ঠাকুরের জন্য এনেছ, নেব বই কি! গ্রামের জনৈকা স্ত্রীভক্ত কাছেই দাড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, ওরা চোর, আমরা জানি। ওর জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া কেন ? শুনে মা বিরক্ত হলেন। তখন কিছু বললেন না বরং মুসলমানটিকে মুড়ি মিষ্টি দিতে বলেন। সে চলে গেলে মা ঐ স্ত্রীভক্তটিকে তিরস্কার করে গম্ভীরভাবে বললেন, কে ভাল, কে মন্দ, আমি জানি।

মায়ের দুয়ার সকলের জন্য খোলা। স্নেহময়ী মা সন্তানকে নেবার জন্য কোল পেতে বসেই রয়েছেন। অপেক্ষা শুধু সেই ঠিকানা তে পৌঁছানোর। তিনি কৃপা করলে সেই দুর্গম পথ ও সুগম হয়ে যায়। জয় মা। সকলকে কৃপা করো। তোমার আশীর্বাদ সকলের ওপর বর্ষিত হোক মাগো।

ধূমপানে রাশ টানার নিয়ম উঠছে নিউজিল্যান্ডে

নিউজিল্যান্ডে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধূমপান বন্ধের নিয়ম উঠে যাচ্ছে। সোমবার এই ঘোষণা করেছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী লুক্সন।

সাবেক সরকারের দাবি ছিল, স্বাস্থ্যের কারণে তারা সিগারেট বিক্রির উপর কড়াকড়ি করেছে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্দের্নের আমলে ঠিক হয়েছিল, ২০০৮ সালের পর যাদের জন্ম, তাদের কাছে সিগারেট বিক্রি করা যাবে না। কিন্তু লুক্সন জানিয়ে দিয়েছেন, এর ফলে সিগারেটের কালোবাজারি বাড়া ছাড়া আর কোনো কাজ হবে না। তাই তিনি এই নিয়ম বাতিল করতে চান।

সাবেক লেবার পার্টির সরকারের বক্তব্য ছিল, অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে সিগারেট বিক্রির উপর এই নিষেধাজ্ঞার অর্থ হলো, প্রচুর মানুষের প্রাণ বাঁচানো এবং ধূমপানের ফলে যে অসুখ করে, তার হাত থেকে ও বিপুল চিকিৎসা খরচের হাত থেকে প্রচুর মানুষকে বাঁচানো।

এছাড়াও তামাকের মধ্যে নিকোটিনের পরিমাণ আরো কম করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বলা হয়, সারা দেশে মাত্র ছয়শটি দোকানকে সিগারেট বিক্রির অনুমতি দেয়া হবে। আগে ছয় হাজার দোকানে সিগারেট বিক্রি হত। লুক্সনের ন্যাশনাল পার্টি এখন নিউজিল্যান্ড ফার্স্ট পার্টির সঙ্গে জোট করে সরকারে এসেছে। তারা ঠিক করেছে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে সিগারেট বিক্রি নিকোটিনের পরিমাণ কম করা, দোকানের সংখ্যা কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হবে।

সিগারেটের ফিল্টার দিয়ে পরিবেশবান্ধব মাটির পাত্র!

নতুন অর্থমন্ত্রী নিকোলা উইলিস বলছেন, সরকার কর কম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে রাজস্বের যে ক্ষতি হবে, তার কিছুটা সিগারেটের উপর বসানো করের থেকে যে অর্থ আসবে, তা দিয়ে পূরণ হবে। তবে লুক্সন বলেছেন, রাজস্ব বাড়ানোর জন্য এই সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, তার প্রধান কাজ হবে মূল্যবৃদ্ধিতে রাশ টানা।

পাঠকের চিঠি

প্রযুক্তি হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনা বহুমুখী

সাম্প্রতিক কালে একাধিক সংঘর্ষ এবং সংকটের আবহে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দৈন্যদশা সকলের কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। এমন দুঃসময়ে ইংল্যান্ডের ব্লেচলি পার্কে আয়োজিত বিশ্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সুরক্ষা বিষয়ক সম্মেলন যেন বিশ্বজনীন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সম্ভাবনার ছবি তুলে ধরলো। প্রযুক্তি হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাবনা বহুমুখী। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সামগ্রিক জনজীবনের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে তখনি যখন ভিন্নভিন্ন দেশের স্থানীয বাস্তবতাকে স্বীকার করে সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্বব্যপী একটি গাইডলাইন তৈরি করা সম্ভব হবে। এই জাতীয় গাইডলাইন তৈরি না থাকলে স্বাভাবিক নিয়মে সমাজের একটি বড়োসড়ো অংশকে প্রযুক্তিপ্রসূত বৈষম্যের শিকার হবে।

অর্ক গোস্বামী
২৯, বীর রামমোহন ব্যানার্জি রোড, ইসমাইল আসানসোল

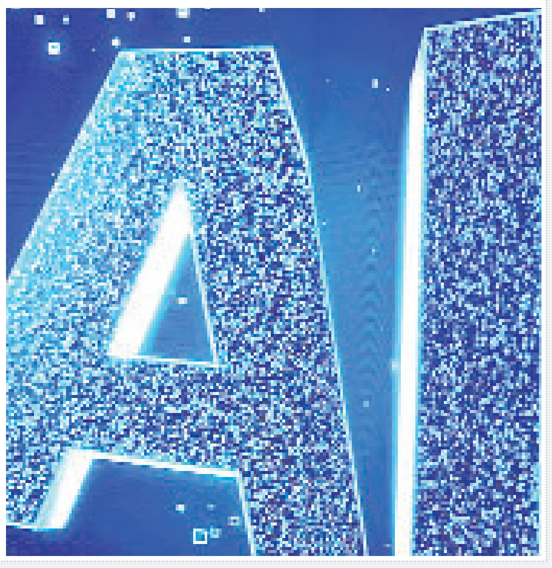

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন অর্থাৎ কা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রের মন্তব্যে রাজ্যজুড়ে বিতর্ক

কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা, বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া, সাংসদ আব্দুল খালেক, এজেপি সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ, অজিত কুমার ভূঁইয়ার প্রতিক্রিয়া

সব্যসাচী শর্মা

NO CAA
NO TALIBAN

গুয়াহাটি ঃ অত্যন্ত স্পর্শকাতর এক বিষয়। যেই বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যে রাজ্যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কিংবা বিল তথা কা। আসন্ন ২০২৪ লোকসভার নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্যের পর রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের বিরোধীপক্ষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রস্তাবিত এই আইনের ফের একবার বিরোধিতায় সরব হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা, বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া, সাংসদ আব্দুল খালেক, এজেপি সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ, অজিত কুমার ভূঁইয়া প্রমুখ নেতারা এই সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

ফের একবার চর্চার প্রসঙ্গে স্থান পেয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কিংবা বিল তথা কা। উল্লেখ্য আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের চূড়ান্ত খসড়া সম্পূর্ণ হবে বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাজ্য মন্ত্রী অজয় মিশ্র। তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরেই রাজ্যের বিরোধী মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস সহ বিরোধী পক্ষের একাংশ দলের নেতারা এক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রের এই প্রস্তাবিত আইনের জোরালো ভাবে বিরোধিতা করা হবে বলে নেতারা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।

অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আগামী বছর মার্চের মধ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের চূড়ান্ত খসড়া সম্পূর্ণ হবে বলে ঘোষণা করেছেন। সেই সময় পর্যন্ত বিজেপি সরকার থাকবেই না। আগামী ৩ ডিসেম্বর এই সরকার পাংচার হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কংগ্রেস সাংসদ আব্দুল খালেক বলেন এইসব করে বাংলাদেশের ঢাকেশ্বরী কালী মন্দির বন্ধ করে দিতে চাইছে বিজেপি সরকার। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রযোজ্য করে বাংলাদেশের সব হিন্দু যদি ভারতে নিয়ে আসা হয় তাহলে ঢাকার ঢাকেশ্বরী কালী মন্দির বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ সেই মন্দিরে পূজা আলোচনা করার জন্য হিন্দু ব্যক্তিরা থাকবেন না। কা আইন বলবৎ করার উদ্দেশ্যই হলো বাংলাদেশের ঢাকেশ্বরী কালী মন্দির বন্ধ করে দেওয়া। এটাই বিজেপি চাইছে। ফলে বিজেপি সরকারের হিন্দু প্রেমটি নকল প্রেম বলে বলে মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস সাংসদ আব্দুল খালেক।

কংগ্রেস বিধায়ক তথা বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সংক্রান্তে ইতিমধ্যে দলের তরফে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাছাড়া ২০১৬-১৭ সালে তিনি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি চিঠি লেখে এই আইন অসমের বাইরে প্রযোজ্য করার দাবি জানিয়েছিলেন। বিরোধী দলপতি বলেন অসমের বাইরে গুজরাট কিংবা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে এই আইন প্রযোজ্য করলে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যেহেতু সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করেন না কিংবা চিঠিপত্র পড়েন না ফলে সেই চিঠির উত্তর প্রধানমন্ত্রী থেকে পাওয়া যায়নি। তবে অসমে যদি এই আইন প্রযোজ্য করার প্রস্তাবনা হয় তাহলে এর ব্যাপক প্রতিবাদ জানানো হবে। আসুর মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য ইতিমধ্যে আইনের ব্যাপক প্রতিবাদ করেছেন। ফলে তিনি অবশ্যই ফের একবার রাজপথে নামবেন। তাছাড়া যেহেতু অসম চুক্তি রুপায়ন করার ক্ষেত্রে কংগ্রেস দায়বদ্ধ, প্রতিশ্রুত বদ্ধ। ফলে কংগ্রেসও এই আইনের প্রতিবাদ জানাবে। যারা এই আইনের প্রতিবাদে আগুন জ্বালানোর তারা জ্বালাবে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত কংগ্রেস শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের প্রতিবাদ করবে বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

একইভাবে অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ বলেন বিদেশীকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগাভাগি করা বিষয়ে তিনি বিরোধী। মূলত ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর অসময়ে প্রবেশ করা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিজন ব্যক্তি বিদেশী এবং তাদের এই রাজ্য ত্যাগ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যদি দেশের বাইরের হিন্দুদের প্রতি প্রেম স্নেহ রয়েছে তাহলে তিনি তাদের গুজরাটে নিয়ে যেতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে অসম জাতীয় পরিষদের আপত্তি করার কিছু নেই বলে মন্তব্য করেছেন সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ। রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া এই সংক্রান্ত বলেন বিজেপির এই ধরনের কার্যকলাপ বুঝে ওঠা কঠিন ব্যাপার। এই ধরনের কথাবার্তা দলটি বিভিন্ন সময়ে বলে আসছে। প্রতিটি নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে বিজেপি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই কথাগুলো বলে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে সংসদে এই বিষয়ে উত্থাপন করলে বিজেপি থেকে এর সদুত্তর পাওয়া যায় না বলে মন্তব্য করেছেন সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া।

নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের ভোট ছাড়া কংগ্রেসকে জয়লাভ করার ক্ষেত্রে এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলের চ্যালেঞ্জর সমর্থন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার

সংখ্যালঘুদের ভোট অবিহনে কংগ্রেসের নির্বাচনে জয়লাভ করা অসম্ভব বলে মন্তব্য

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সম্পূর্ণ এক বিপরীত মুখি স্থিতি। কারণ রাজনীতিতে সবই সম্ভব। এবার এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের মন্তব্যের সমর্থন জানিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। আজমলের সুরে সুর মিলিয়ে তিনি বলেন কংগ্রেস মূলত সংখ্যালঘুদের ভোট পেয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়। গত লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের ভোটের উপর নির্ভর করেই তিনটি আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছিল কংগ্রেস। তাই এই সংক্রান্তে বদরুদ্দিন আজমলের মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। সংখ্যালঘুদের ভোট অবিহনে কংগ্রেসের নির্বাচনে জয়লাভ করা অসম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত এক নির্বাচনী প্রচার অভিযানের অংশ হিসেবে আয়োজিত জনসভায় এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন সংখ্যালঘু ভোটারদের ছাড়া কংগ্রেস নির্বাচনে জয়লাভ করতে অক্ষম। এমনকি প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ যেভাবে সংখ্যালঘুদের ভোটে পাঁচবার জয়লাভ করেছিলেন ঠিক একই ভাবে তার পুত্র তথা বর্তমান সাংসদ গৌরব গগৈ দুইবার নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। অথচ সাংসদ গৌরব গগৈ লোকসভায় মুসলমানদের জন্য কোনদিনও মুখ খুলেননি। তিনি মনিপুর বিক্ষিপ্ত ঘটনা সম্পর্কে পার্লামেংট সরব হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সংখ্যালঘুদের জন্য সংখ্যালঘুদের স্বার্থে সাংসদ গৌরব গগৈ একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। ফলে কংগ্রেসকে সংখ্যালঘুদের ভোট ছাড়া নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন এআইইউডিএফ সভাপতি।

মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের এই মন্তব্যের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা। গত লোকসভা নির্বাচনে তিনটি কেন্দ্রে কংগ্রেস জয়লাভ করেছিল। তাছাড়া বিধানসভা নির্বাচনেও বেশ কয়েকটি আসন দখল করেছে কংগ্রেস। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে যেখানে কংগ্রেস জয়লাভ করেছে সেটা সংখ্যালঘুদের এলাকা। অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের ভোটের উপর ভিত্তি করেই কংগ্রেস নির্বাচনে জয় লাভ করছে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা বলেন মূলত নিম্ন অসমের পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে কংগ্রেস। তিনি বলেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসের গুন গান করা ব্যক্তিরা হলেন বঙ্গীয় মুসলমান। নিম্ন অসমে কংগ্রেস বিধায়কদের মধ্যে একজনও ভূমিপুত্র মুসলমান কিংবা ভূমিপুত্র হিন্দু নেই। নিম্ন অসমে যেহেতু বঙ্গীয় মুসলমানের অগ্রসন রয়েছে ফলে তাদের ভোট বেশি তাদের সমর্থিত কংগ্রেসের বিধায়ক অধিক রয়েছেন। ফলে বদরুদ্দিন আজমল যদি এটা বলেছেন তাহলে ঠিকই বলেছেন। কারণ কংগ্রেস বর্তমান সময় পর্যন্ত তাদের ভোটের উপরে নির্ভরশীল। কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ এর ভোট বঙ্গীয় মুসলমানের মধ্যেই যেহেতু বেশি হলে তাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবেই বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অন্যদিকে নিলম্বিত কংগ্রেস বিধায়ক শেরমান আলীর মতামত অনুযায়ী বদরুদ্দিন আজমল তথা এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা না করে কংগ্রেস বড় ধরনের ভুল করেছে। এর কারণ নিম্ন অসমে বদরুদ্দিন আজমল একটি বড় ফেক্টর। তিনি বলেন আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ প্রার্থী প্রক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া তিনটি কেন্দ্রেই কংগ্রেস পরাজিত হবে। মধ্য এবং নিম্ন অসম যেখানে বদরুদ্দিন আজমল একটি বড় ফেক্টর সেখানে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা না করে কংগ্রেস বড় ধরনের ভুল করে নিয়েছে। তবে শুধুমাত্র লোকসভা নির্বাচন নয় পরবর্তীকালের বিধানসভা নির্বাচনেও কংগ্রেস শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন তিনি। বিধায়ক শেরমান আলী বলেন দুটি কারণে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা করেনি কংগ্রেস। এর মধ্যে একটি হচ্ছে কংগ্রেস মনে করছে তাদের সঙ্গে আজমল না থাকলে সংখ্যালঘুর কংগ্রেসকেই ভোট দেবেন। অর্থাৎ আজমলকে সঙ্গে নিলে বাংলাদেশীর সঙ্গ দেওয়া বলে মনে করা হবে। কংগ্রেসকে কাপুরুষের দল বলে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন যদি বদরুদ্দিন আজমল বাংলাদেশী তাহলে সেটা দৃঢ় গলায় বলা উচিত। অন্যথায় আজমলের সঙ্গে মিত্রতায় অসুবিধা থাকা উচিত নয়। নেলির মতো বহু ঘটনা কংগ্রেস রাজ্যে করেছে। চরের জমির পাট্টা দেয় নি। এই কার্যকলাপ ভবিষ্যতেও কংগ্রেস অব্যাহত রাখতে চায় বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন নিলম্বিত কংগ্রেস বিধায়ক শেরমান আলী।

RS 449/_ ONLY
RASHTRIYAKHABAR.COM

টুকরো খবর

তৃণমূলের হাতে কেন খুন তৃণমূল?

কলকাতা (পায়েল সামন্ত) ঃ জয়নগর, আমডাঙার পর এবার গোসাবা। ফের খুন তৃণমূল নেতা। আঙুল উঠছে শাসক দলেরই দিকে। চলতি মাসে একের পর এক হিংসার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তৃণমূল নেতাদের। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে ১৩ নভেম্বর খুন হন অঞ্চল সভাপতি সইফুদ্দিন লস্কর। এরপর উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙায় ১৬ নভেম্বর নিহত হন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান রূপচাঁদ মণ্ডল। ২১ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দলে খুন করা হয় তৃণমূল কর্মী ভিকি যাদবকে। এ সব নিয়ে হইচই থামার আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবায় ফের খুন শাসক দলের নেতা। বারুইপুর পুলিশ জেলার সুন্দরবন উপকূল থানার পূর্ব রাধানগর এলাকায় রাস্তা তৈরি নিয়ে বিবাদ বাধে সোমবার। 'পথশ্রী' প্রকল্পে এক কিলোমিটার দীর্ঘ কংক্রিটের রাস্তা তৈরি হচ্ছে। ছয় ফুট চওড়া ও ছয় ইঞ্চি পুরু রাস্তা নির্মাণের বরাত দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় কম চওড়া ও কম পুরু রাস্তা তৈরির অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে ঠিকাদার তথা তৃণমূল কর্মী বাকিবুল মোল্লার সঙ্গে এলাকার ৮৪ নম্বর বুথের সভাপতি মুছাক আলি মোল্লার তুমুল বিবাদ হয়। এই সময় মুছাককে প্রচণ্ড মারধর করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে জানান চিকিৎসকরা। মৃতের স্ত্রী তানজিলা মোল্লার অভিযোগ, ''প্রথমে মাথায় মুগুর দিয়ে মেরেছে। তারপর জলে চুবিয়ে দিয়েছে।'' শাসক দলের দিকেই আঙুল তুলেছেন তিনি। বলেছেন, ''বাকিবুল যুব তৃণমূল করে। আমার স্বামী মাদার তৃণমূলে ছিলেন।'' মুছাকের স্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, তৃণমূল নেতার দলবলের হাতে খুন হয়েছেন শাসক দলের বুথ সভাপতি। স্থানীয় সূত্রের দাবি, বাকিবুল গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মণ্ডলের অনুগামী। যদিও বিধায়কের বক্তব্য, ''এর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই। ঠিকাদারের সঙ্গে রাস্তা তৈরি নিয়ে গন্ডগোল। এ নিয়ে প্রতিবাদ করায় খুনের ঘটনা।'' পুলিশ গোসাবার ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তারা তৃণমূলের কর্মীসমর্থক বলে এলাকায় পরিচিত। শাসক দলের মধ্যে আদি ও নব্যের দ্বন্দ্ব বারবার সামনে আসছে। মূল অভিযুক্ত বাকিবুল আগে বিজেপি করতেন। পরে তৃণমূলে যোগ দেন। জেলা পরিষদের একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে বিধায়কের অনুগামীদের সংঘাতের জেরে এই খুন বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। অন্যত্র বিভিন্ন ঘটনায় সব দলের দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ের বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। জয়নগরের অঞ্চল সভাপতি ও পঞ্চায়েত সদস্য সইফুদ্দিন লস্কর খুনের পর হামলাকারী সন্দেহে পিটিয়ে মারা হয় শাহবুদ্দিন লস্করকে। তিনি তৃণমূল করতেন বলে তার স্ত্রী দাবি করেছেন। আমডাঙায় প্রকাশ্যে বাজারের সামনে পঞ্চায়েত প্রধান রূপচাঁদ মণ্ডলকে বোমা মেরে খুন করে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনা রাজনৈতিক না ব্যক্তিগত আক্রোশের জের, তা তদন্ত করে দেখছি পুলিশ। তবে স্থানীয়দের একটি অংশের মতে, পঞ্চায়েতের দখল নিয়ে তৃণমূলের মধ্যে টানাপড়েন চলছে। তার বলি হয়ে থাকতে পারেন রূপচাঁদ। গত বছর মার্চে বীরভূমের বগটুইয়ে প্রকাশ্যে খুন হয়েছিলেন তৃণমূল নেতা ভাদু শেখ। এর পাল্টা হিংসায় নারী শিশুসহ ১১ জনকে খুন করা হয়। এই ঘটনাতেও তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবিটা সামনে এসেছিল। সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও কোন্দল থেকে গিয়েছে, যা তৃণমূলকেই রক্তাক্ত করছে বারবার। তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল কিংবা অন্য কোনো শত্রুতা, যে কোনো কারণেই হোক, এভাবে শাসকদলের নেতাদের হত্যা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। কেন এত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে দুষ্কৃতীরা? প্রশ্ন উঠছে, শাসক দলের সমর্থন থাকলে কি আর পুলিশকে ভয় করছে না সমাজবিরোধীরা? পিছপা হচ্ছে না তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান কিংবা বুথ সভাপতির উপর হামলা করতেও? সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, ''সবটাই তৃণমূলের বখরার লড়াই। এতে নিজেরাই বিপন্ন হয়ে পড়ছে। সাধারণ মানুষের সুরক্ষা কোথায়?'' বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''তৃণমূলই শত্রু তৃণমূলের। পুলিশ কোন দিকে যাবে বুঝতে পারছে না। কে আইনরক্ষা করবে?'' রাজনৈতিক বিশ্লেষক রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''যারা গোড়া থেকে তৃণমূল করছেন, তারা সরকারের আনুকূল্যে সুবিধা পাবেন ভেবেছিলেন। বিরোধী শক্তি নেই বলে এ নিয়ে দলের মধ্যে বিরোধ বাধছে। অনেকে তৃণমূলে যোগ দেয়ায় দাবিদার বাড়ছে। স্বার্থের সংঘাত খুনোখুনি পর্যন্ত গড়াচ্ছে।'' তৃণমূলের মধ্যে একটি বিতর্ক ইদানীং মাঝেমধ্যে মাথাচাড়া দিচ্ছে। শাসক দলে দুটি শক্তিকেন্দ্র তৈরি হয়েছে বলে তুমুল জল্পনা চলছে। একটি কেন্দ্র দলের 'সেকেন্ড ইন কম্যান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে। গোসাবায় নিহতের স্ত্রী কি সেই সূত্রেই 'মাদার' ও যুব তৃণমূলের দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন? সার্বিক দল পরিচালনায় ভূমিকা থাকলেও অভিষেককে তৃণমূলের যুব আইকন হিসেবেই দেখা হয়। তার নেতৃত্বেই হয়েছে জনজোয়ার যাত্রা। তৃণমূলের যুব নেতারা নিজেদের 'এবি'র সমর্থক বা কর্মী বলেও পরিচয় দিয়ে থাকেন। সম্প্রতি দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের মন্তব্য এই বিতর্ককে ফের জাগিয়ে তুলেছে। প্রবীণ সাংবাদিক দেবাশিস দাশগুপ্ত বলেন, ''তৃণমূলের মধ্যে একটা আলোড়ন সম্ভবত চলছে। তবে সেটা প্রকাশ্যে আসেনি সেভাবে। বিরোধের আভাস কিছু ঘটনায় পাওয়া গিয়েছে। এখনই এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয়।''

টানা ৫ জয়ে টানা তৃতীয়বার টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে নামিবিয়া

নামিবিয়া ঃ টানা তৃতীয়বারের মতো টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে নামিবিয়া। আজ তানজানিয়াকে ৫৮ রানে হারিয়ে আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইপর্বের প্রথম দল হিসেবে আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করেছে নামিবিয়া। বাছাইপর্বে এখন পর্যন্ত ৫টি ম্যাচ খেলে অপরাজিত তারা। জিম্বাবুয়েকে (৭ উইকেট) হারিয়ে বাছাইপর্ব শুরু করা নামিবিয়া এর আগে হারিয়েছে উগান্ডা (৬ উইকেট), রুয়ান্ডা (৬৮ রান, ডিএলএস) ও কেনিয়াকে (৬ উইকেট)। ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুযোগ পায় নামিবিয়া। সেবার প্রথম পর্ব পেরিয়ে গেলেও গতবার সেটি করতে ব্যর্থ হয় তারা। আগামী বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো খেলবে ২০টি দল। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা নামিবিয়ার প্রথম চার ব্যাটসম্যানই আজ অন্তত ২০ রান করেন। মাঝে দ্রুত কয়েকটি উইকেট হারালেও চারে নামা জেজে স্মিট ইনিংস ধরে রাখেন, ২৫ বলে ৪০ রানের অপরাজিত ইনিংসে ১টি চারের সঙ্গে তিনি মারেন ৪টি ছক্কা। শেষ দিকে জেন গ্রিনের ১২ বলে ১৮ ও নিকোল লফটিইটনের ৫ বলে ১৪ রানের ‘ক্যামিও’তে নামিবিয়া ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে তোলে ১৫৭ রান। তানজানিয়ার অফ স্পিনার আখিল অনীল ২২ রানে নেন ২ উইকেট। রান তাড়ায় ইনিংসের কোনো পর্যায়েই গতি পায়নি তানজানিয়া, তাদের কোনো ব্যাটসম্যানই ১০০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করতে পারেননি। ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারালেও ৯৯ রানেই আটকে যায় তারা। গেরহার্ড এরাসমাস ১৭ রানে নেন ২ উইকেট। নামিবিয়া বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করার পর এখন দ্বিতীয় জায়গাটি নিয়েই লড়াই হবে, এ টুর্নামেন্ট থেকে উতরে যাবে দুটি দল। সে লড়াই মূলত কেনিয়া, উগান্ডা ও জিম্বাবুয়ের মধ্যে। দুইয়ে থাকা কেনিয়া ও তিনে থাকা উগান্ডাদুই দলেরই ৪ ম্যাচ শেষে সমান ৬ পয়েন্ট। তবে মুখোমুখি ম্যাচ বাকি তাদের। অন্যদিকে ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট পাওয়া জিম্বাবুয়ের শুধু নাইজেরিয়া ও কেনিয়াকে হারালেই চলবে না, তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য ম্যাচগুলোর দিকেও। অবশ্য উগান্ডা যদি পরের দুটি ম্যাচই হারে, সে ক্ষেত্রে নাইজেরিয়ার পর কেনিয়াকে হারালে বেশ স্বাস্থ্যকর নেট রান রেটের সৌজন্যে বাছাইপর্ব উতরে যাওয়ার সুযোগ থাকবে জিম্বাবুয়ের। আগামীকাল তাদের ম্যাচ নাইজেরিয়ার বিপক্ষে।

বড় ইনিংসের ‘সুযোগ মিস করায় হতাশ’ মাহমুদুল

সিলেট ঃ স্বল্পভাষী বলতে যা বুঝায়, বাংলাদেশ দলের ওপেনার মাহমুদুল হাসান ঠিক তাই। তবে যতটুকু বলেন তাতে চিন্তার ছাপ থাকে। আজ সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন মাহমুদুল। ১৬৬ বলে ৮৬ রান করা মাহমুদুলই সিলেট টেস্টে প্রথম দিনের খেলা শেষে বাংলাদেশ ইনিংসের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। যদিও মাহমুদুলকে নিজের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট মনে হয়নি। আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের সর্বশেষ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৩৭ বল খেলে ৭৬ রান করে আউট হয়েছিলেন। আজও থিতু হয়ে আউট হওয়ার ভুল করার পর স্বাভাবিকভাবেই হতাশ মাহমুদুল। সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মাহমুদুলের উত্তর, ‘হ্যাঁ, হতাশ।’ কিছুক্ষণ থেমে যোগ করলেন, ‘ওপেনার হিসেবে প্রতিদিন তো আর থিতু হওয়ার সুযোগ আসে না। দুটো সুযোগই হাতছাড়া করেছি। ইনশা আল্লাহ সামনে আরও ভালো করার চেষ্টা করব।’ অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে মাহমুদুল বলেছেন, ‘আমারও বড় ইনিংসের সুযোগ ছিল, মিস করে ফেলেছি। প্রতিদিন এরকম সুযোগ আসে না। আজ এসেছিল, মিস করে ফেলেছি।’ মাহমুদুল যে ভুলটা ৮৬ রান করার পর করেছেন, সেটি দলের অন্যরা করেছেন ২০-৩০-এর ঘরে পৌঁছে।

কামিন্স বলছেন, ‘ক্রিকেটাররা মানুষ, রোবট নয়’

সিডনিঃ ক্রিকেটাররা ‘রোবট নয়’বিশ্বকাপের পরপরই ভারতে অস্ট্রেলিয়ার টিটোয়েন্টি দলের পারফরম্যান্স নিয়ে এমন বলেছেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচের বিরতিতে বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এমনটি বলেন কামিন্স। ১৯ নভেম্বর বিশ্বকাপ ফাইনালের চার দিন পরই ভারতের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টিটোয়েন্টি সিরিজ খেলতে নেমেছে অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপজয়ী দলের সাতজন আছেন এ সিরিজেও। মোটামুটি দ্বিতীয় সারির ভারত দলের কাছে প্রথম দুটি ম্যাচ হেরেছে অস্ট্রেলিয়া। আজ সিরিজের তৃতীয় টিটোয়েন্টি।

অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বিশ্বকাপজয়ী দলের সাতজনের মধ্যে ছয়জন দেশে ফিরে আসছেন। বিশ্বকাপ নায়কদের একটু স্বস্তি দিতে বেন ম্যাকডারমট, জশ ফিলিপে ও ক্রিস গ্রিনকে ভারতে পাঠানো হচ্ছে।

ভারতে সিরিজের পর অস্ট্রেলিয়ান গ্রীষ্মে ব্যস্ত সূচি আছে কামিন্সের দলের। পাকিস্তানের পর তারা টেস্ট সিরিজ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। খেলোয়াড়দের ওপর যে বড় একটা বোঝা আছে, সেটি স্বীকার করে নিয়েছেন কামিন্স। বেশ কয়েকজন গত সেপ্টেম্বর থেকে ভারতে আছেন।

সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সাংবাদিকদের কামিন্স বলেন, ‘তারা মানুষ, রোবট নয়। বিশ্বকাপে সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়া, কদিন পরই আবার খেলতে নামাশতভাগ দিতে না পারলে তাদের ওপর রুষ্ট হব না।’

কামিন্স যোগ করেন, ‘এরপরও এগুলো অস্ট্রেলিয়ারই ম্যাচ। কয়েকজন তরুণ, যারা নাকি ঠিক প্রথম একাদশে আসে না, তাদের সুযোগ করে দেয় বলে এসব সফর ভালোই। আমার মনে হয় এগুলো গুরুত্বপূর্ণ সফর, এগুলো থেকে অনেক কিছু পেতে পারেন।’

কামিন্স কথা বলেছেন ডেভিড ওয়ার্নারকে নিয়েও। ভারত সিরিজের আগে টিটোয়েণ্টি দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন এ বাঁহাতি ওপেনার, যিনি পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় বলবেন। অবশ্য টেস্ট দলে ওয়ার্নারের জায়গা পড়ে গেছে অনিশ্চয়তার মুখে, লাল বলে ঠিক সুবিধাজনক ফর্মে নেই তিনি। তবে বিশ্বকাপে ৫৩৫ রান করা ওয়ার্নারই ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ রান স্কোরার।

কামিন্স বলেছেন, ওয়ার্নার ‘দারুণভাবে বল পেটাচ্ছে এ মুহূর্তে।’ অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক এরপর যোগ করেন, ‘সে শুধু নিজের জন্যই খেলছিল না সেখানে। সে ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেছে, সত্যিকারের সাহস দেখিয়েছে। প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেছে।’

আগামী ১৪ ডিসেম্বর পার্থে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ। মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের পর সিরিজের শেষ টেস্ট ৩ জানুয়ারি শুরু হবে ওয়ার্নারের ঘরের মাঠ সিডনিতেই।

পাকিস্তান থেকে সরিয়ে নেওয়া হতে পারে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

লাহৌর ঃ ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুরু হতে এখনো ঢের বাকি। কিন্তু আয়োজক পাকিস্তান হওয়াতেই এত তাড়াতাড়ি আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যমের খবর, গত পরশু পাকিস্তান ক্রিকেটে বোর্ডের (পিসিবি) একটি বিশ্বস্ত সূত্র সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছে, ২০২৩ এশিয়া কাপের মতো ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও ভারত সরকার পাকিস্তানে দল পাঠাতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। এ শঙ্কায় আগেভাগেই আইসিসির কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে রেখেছে পিসিবি। পিটিআইয়েরই বরাত দিয়ে জি নিউজ, ডিএনএ ইন্ডিয়াসহ বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পাকিস্তান থেকে সরিয়ে অন্য কোনো দেশে আয়োজন করা হতে পারে।

নতুন ভেন্যু হিসেবে এসেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের নাম। পুরো টুর্নামেন্ট মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে হতে পারে। আবার সর্বশেষ এশিয়া কাপের মতো হাইব্রিড মডেলেও হতে পারে টুর্নামেন্টটি। মানে, ভারতের ম্যাচগুলো হবে আরব আমিরাতে, আর অন্য দলগুলোর ম্যাচ পাকিস্তানে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ভেন্যু নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় পিসিবির চেয়ারম্যান জাকা আশরাফ ও প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা সালমান নাসের আহমেদাবাদে আইসিসির নির্বাহী বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

জি নিউজ ও ডিএনএ ইন্ডিয়া লিখেছে, একটি সূত্র পিটিআইকে বলেছে, ‘ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আবারও পাকিস্তানে তাদের দল পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাই পিসিবি কর্মকর্তারা এটা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, যেকোনো পরিস্থিতিতে আইসিসিকে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।’

গত দুই বছরে কোনো ধরনের নিরাপত্তাঝুঁকি ছাড়াই ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের মতো বড় দলগুলো পূর্ণশক্তির স্কোয়াড নিয়ে পাকিস্তানে খেলে এসেছে। আলোচনায় পিসিবির কর্মকর্তারা এ বিষয়ও তুলে ধরেছেন। সর্বশেষ ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হয়েছিল। লন্ডনের ওভালে হওয়া ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। এরপর আইসিসি ওয়ানডে সুপার লিগ চালু করলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়। তাই ২০২১ সালে এ টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়নি। তবে পরবর্তী সময়ে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে ভবিষ্যৎ সূচি পরিকল্পনায় (এফটিপি) চ্যাম্পিয়নস ট্রফি রাখে আইসিসি। আয়োজনের দায়িত্ব দেয় পাকিস্তানকে।

Compra Ahora
www.indiyfashion.com
indi Y fashion
Es todo sobre la moda india
Nuevas colecciones
• Ropa India y Accesorios • Vestido • Vestido Superior
• Faldas, Partalon Cubieratade cousion, Zapatos,
Lámpara • Bolso/Cartera Y otros Accesorios
.......y muchos más
Akki Media y Ropa India spa
IMPORTADORA
IMPORTACION/VENTA DE ROPA INDIA Y ACCESORIES
SALVADOR SANFUENTES # 2647, MALL PLAZA LILA MALL, LOCAL No. 201
Fono :- 932930142, WhatsApp : +91 9958050095
https://www.facebook.com/INDIYFASHION/
facebook twitter instagram
IMPORTACIÓN DIRECTA DE INDIA
ELIJA SU ESTILO
RASIKA Clothing Line Made in India

ইসরাইল এবং হামাস যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও দুইদিন বাড়িয়েছে : কাতার

কাতার (ওয়েবডেস্ক)ঃ সোমবার কাতার ঘোষণা করেছে, গাজায় ইসরাইল এবং হামাসের মধ্যকার যুদ্ধবিরতি আরও দু'দিন বাড়ানো হয়েছে। পরিকল্পিত চার দিনের যুদ্ধবিরতি মেয়াদ সোমবার শেষ হওয়ার কথা ছিল। আশা করা হচ্ছে ইসরাইল আরও ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেবে এবং হামাস আরও জিম্মি মুক্ত করবে। এর আগে হামাস ইঙ্গিত দেয়, তারা চুক্তির মেয়াদ বাড়াবে। অন্যদিকে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু রবিবার পুনর্ব্যক্ত করেছেন, ইসরাইল চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধিকে স্বাগত জানাবে যদি হামাস প্রতিদিন আরও ১০ জন করে জিম্মিকে মুক্তি দেয়। ছয় সপ্তাহের যুদ্ধের পর কার্যকর হওয়া প্রাথমিক চুক্তির অধীনে হামাস ৫০ জন জিম্মিকে মুক্তি দেবে, ইসরাইল ১৫০ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেবে এবং সাময়িক যুদ্ধবিরতি থাকবে। রবিবার গভীর রাতে জাতিসংঘ জানিয়েছে, মোট ৩৯ জন ইসরাইলি, ১১৭ জন ফিলিস্তিনি এবং ১৯ জন বিদেশী নাগরিককে মুক্তি দেয়া হয়েছে। চার দিনের যুদ্ধবিরতি সুরক্ষিত করার জন্য কাজ করার পরে তা বর্ধিত করার পক্ষে যারা সমর্থন করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, মিশর এবং কাতার। হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে বলেছে, বাইডেন এবং নেতানিয়াহু রবিবার একটি ফোন কলে জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে কথা বলেছেন। এতে আরও বলা হয়, তারা যুদ্ধে বিরতি এবং গাজা ভূখণ্ডে অতিরিক্ত মানবিক সহায়তা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। অস্থায়ী এই যুদ্ধবিরতি হলো বিদ্যমান সংঘাতে প্রথম বিরতি। ৭ অক্টোবর হামাস ইসরাইলে আকস্মিক হামলা চালালে এই সংঘাত শুরু হয়। ওই হামলায় ইসরাইলে ১২০০ জন নিহত হয় এবং হামাস প্রায় ২৪০ জনকে জিম্মি করে। প্রতিক্রিয়ায় ইসরাইল হামাসকে নির্মূল করার শপথ নেয় এবং গাজায় বিমান হামলা ও স্থল আক্রমণে বোমাবর্ষণ করে। ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা বলেছেন, এতে ১৪ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু।

বার্সেলোনায় ইইউ পররাষ্ট্র নীতির প্রধান জোসেপ বোরেল চারদিনের যুদ্ধবিরতিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, গাজার ভয়াবহ পরিস্থিতি দূর করতে এবং বর্তমান সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন। যুদ্ধবিরতির ফলে গাজায় অতি প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তার সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘ বলেছে, আনুমানিক ১৭ লাখ মানুষ অর্থাৎ সেখানকার জনসংখ্যার প্রায় তিন চতুর্থাংশ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

রবিবার গভীর রাতে জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয়ের কার্যালয় জানায়, গাজায় রান্নার গ্যাস পৌঁছেছে কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় এর পরিমাণ এখনো অনেক কম।

বুধবার অবরোধ, বৃহস্পতিবার হরতাল আহবান করেছে বিএনপি

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ আবার অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। সোমবার (২৭ নভেম্বর) এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ ঘোষণা দেন। বুধবার (২৯ নভেম্বর) সকাল থেকে সারাদেশে ২৪ ঘণ্টার সড়ক রেল নৌপথ অবরোধ এবং বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) দিনব্যাপী হরতাল পালন করা হবে বলে জানান তিনি।

রুহুল কবির রিজভী জানান, নির্বাচন কমিশন (ইসি) ঘোষিত, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে, ২৪ ঘণ্টার সড়ক রেল নৌপথ অবরোধ এবং দিনব্যাপী হরতাল পালন করতে যাচ্ছে বিএনপি। তিনি বলেন, বুধবার সকাল ৬টায় অবরোধ শুরু হবে শেষ হবে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টায়। আর, বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হরতাল চলবে।

রিজভী জানান, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ নেতাকর্মীদের মুক্তি দিতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, অন্যান্য বিরোধী দল, যারা দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আংেদালন করে আসছে, তারাও অভিন্ন কর্মসূচি পালন করবে।

indiYfashion
-Es todo sobre la moda india-
CAMBIA TU ESTILO DE VIDA
CON NUEVA TENDENCIA
ELIJA SU ESTILO
Nueva colección
RASIKA
Clothing Line
Made in India
IMPORTACIÓN DIRECTA DE INDIA
Envolver Las Faldas
Blusas, Top y Camisa
Vestidos, Completo, Corto y Superior
Falda y Pantalones
COMPRA AHORA
www.indiyfashion.com
NUEVAS COLECCIONES
• Ropa India y Accesorios
• Vestido, Vestido Superior
• Faldas, Partalon
• Cubieratade cousion, Zapatos, Lámpara
• Bolso/Cartera Y otros Accesorios
.......y muchos más
Akki Media y Ropa India spa
IMPORTADORA
IMPORTACION/VENTA DE ROPA INDIA Y ACCESORIES
SALVADOR SANFUENTES # 2647, MALL PLAZA LILA MALL, LOCAL No. 201
Fono :- 932930142, WhatsApp : +91 9958050095
https://www.facebook.com/INDIYFASHION/

টুকরো খবর

ঘরের বেড়া কেটে রাতের অন্ধকারে গরু চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

জলপাইগুড়ি ঃ ঘরের বেড়া কেটে রাতের অন্ধকারে গরু চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারী নন্দনপুর অঞ্চলের সন্ন্যাসী পাড়া এলাকায়। বাড়ির মালিক রাজেন্দ্র প্রসাদ মল্লিক বলেন সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখি গোয়াল ঘর থেকে দুটি গরু চুরি হয়ে গেছে। এবং ঘরের বেড়া কাটা অবস্থায় রয়েছে। তিনি আরো বলেন অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি গরুকে বাড়ির এক কিলোমিটার দূরত্বে পাওয়া গেছে অন্যটির সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। তবে উদ্ধারকৃত গরুটা খানিকটা অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে।মাঝেমধ্যে এলাকায় গরু চুরি হচ্ছে তাই বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাইছেন তিনি।এলাকার অপর এক বাসিন্দা গণেশ মণ্ডল বলেন গৃহস্থ পরিবারের অমূল্য সম্পদ গরু। সেই গরুই যদি চুরি হয়ে যায় তবে গৃহস্থ পরিবারের মানুষরা কি করে বেঁচে থাকবেন। তাই গণেশ বাবুও চাইছেন বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন তৎপর হয়ে উঠুক।

সম্পুর্ন বোনাসের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ এথেলবাড়ি চা বাগানের শ্রমিকদের

আলিপুরদুয়ার ঃ এখনও সম্পুর্ন বোনাসের টাকা পায়নি শ্রমিকরা। পায়নি মজুরির প্রাপ্য টাকাও। এমনই অভিযোগ তুলে শনিবার বীরপাড়া এথেলবাড়ি খগেনহাট সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো এথেল বাড়ি চা বাগানের শ্রমিকরা। এদিন শ্রমিকরা জানান, বোনাস ও মজুরির সম্পূর্ণ টাকা বাগান কর্তৃপক্ষ দিতে গড়িমসি করছে।এদিকে বাগান কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিলেও শ্রমিকরা মজুরি ও বোনাসের পুরো টাকা এখনো পায়নি।আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।বাধ্য হয়েই রাস্তা অবরোধ করেছি। সংশ্লিষ্ট বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার দাবি জানিয়েছেন শ্রমিকরা।এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ।

বেশি ভাড়া দিলেও আসে না গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্স। যার ফলে অসুস্থ রোগীকে নিয়ে যেতে হয় খাটিয়া বা কাঠের পাটাতনে

মালদা ঃ বেশি ভাড়া দিলেও আসে না গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্স। যার ফলে অসুস্থ রোগীকে নিয়ে যেতে হয় খাটিয়া বা কাঠের পাটাতনে। খাটিয়ায় করে গ্রামের ভাঙা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হলো জ্বরে আক্রান্ত মহিলা রোগীর । এমনি ছবি সোস্যাল সাইডে ভাইরাল হওয়ার পর শনিবার দুপুর থেকেই মালদার হবিবপুর ব্লকের মালডাঙ্গা গ্রামে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেছেন গ্রামবাসীরা। এদিন মালডাঙ্গা গ্রামের মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক প্রায় তিন ঘন্টা ধরে অবরোধ করে রাখেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।জানা গিয়েছে,বামনগোলা কলোনী থেকে মালডাঙা গ্রাম পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তা। ১০০ বছর ধরে খারাপ। মাটির রাস্তা খানাখন্দে ভর্তি। বর্ষা হলে মানুষ গ্রামে বন্দী হয় যায়। রাস্তা নেই আর সেই কারনে এদিন মামনি রায়(২৪) জ্বর আক্রান্তকে খাটিয়া করে দীর্ঘ ৩ কিলোমিটার মাটির রাস্তা দিয়ে হাসপাতালে পৌঁছালো না। আর তার ফলে বেঘরে মৃত্যু হল মামনির।বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রশাসনকে বলেও কোন কাজ হয় না এই গ্রামে। যার ফলে রোগীদের কাঠের তক্তা করে অথবা খাটিয়াতে চেপে হাসপাতালে পৌঁছতে হয়। এদিন এই ঘটনার পর বেহাল রাস্তার জন্য পথ অবরোধ করেছি। গ্রামে উন্নয়ন হয় না।মৃত গৃহবধূ স্বামী কার্তিক রায় বলেন, যখন আমার অসুস্থ স্ত্রীকে খাটিয়া করে মুদিপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়, তখন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা বলেছিলেন সময়ের মধ্যে ঘঃটাখানেক আগে হাসপাতালে নিয়ে আসতে গেলে রোগীকে বাঁচানো যেত। এই শুনে আমি আরও ভেঙে পড়ি। শুধুমাত্র বেহাল রাস্তার জন্যই আমার স্ত্রীর প্রাণ গেলো এর জন্য দায়ী প্রশাসন।এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে এবং রাস্তার সারাইয়ের দাবিতে বামনগোলার গঙ্গা প্রসাদ কলোনি এলাকায় মালদা ¯ নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা বলেন, এই মৃত্যু কোনো নতুন ঘটনা নয়। এই রাস্তার অভাবে এই পরিবারেরই তিনজন মারা গিয়েছে এর আগে। বর্ষার সময় বিনা চিকিৎসায় কার্যত পড়ে থাকতে হয় এখানকার মানুষকে।এদিকে এদিন এই অবরোধের জেরে মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কের ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে পৌঁছায় বামনগোলা ব্লকের বিডিও রাজু কুন্ডু, তিনি বলেন রাস্তা তৈরীর প্রক্রিয়া চলছে।আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, এই সরকার কাটমানি টাকা তুলতে ব্যস্ত। যে সরকারি টাকা এসেছে তার সম্পূর্ণ লুঠপাট করে খেয়েছে। এর আগে প্রশাসন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রাস্তা করবে । তাকে নিয়ে আসলে বর্তমান সরকার মানুষের পাশে নয়, চোর ডাকাতের পাশে রয়েছে। এই সরকারের নেতারা গোরু, কয়লা পাচার করতে ব্যস্ত। চাকরি চুরি করতে ব্যস্ত। কখন রাস্তা করবে। আমরা মানুষের পাশে আছি প্রশাসনকে অবিলম্বে এখানে রাস্তা করতে হবে, না হলে আমরা লাগাতার আংেদালন চালিয়ে যাব গ্রামবাসীদের নিয়ে।জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, ওই এলাকার বিধায়ক এবং সাংসদ বিজেপির। এতদিন তাঁরা কি করছিলেন। তারাও তো পারতেন রাস্তা করতে। তাঁরা নোংরা রাজনীতি করতে ব্যস্ত। তারা করুক না করুক , রাজ্য সরকার এবং জেলা পরিষদ এই রাস্তা করে দেবে। আমরা মানুষের পাশে রয়েছি। এই পরিবারের প্রতি আমাদের দলের সম্পূর্ণ সহমর্মিতা আছে।

২০২৪ এর লোকসভাকে সামনে রেখে আলিপুরদুয়ারে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসলেন বিজেপি নেতৃত্বরা

আলিপুরদুয়ার ঃ ২০২৪ এর লোকসভাকে সামনে রেখে এবার আলিপুরদুয়ারে লড়াই এর রনকৌশল ঠিক করতে শনিবার আলিপুরদুয়ারে একটি বেসরকারি লজে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসলেন বিজেপি নেতৃত্বরা।বিজেপির সাত বিধায়ক ও এক মন্ত্রী জন বারলার উপস্থিতিতে এদিনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।পরে বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা বিধায়ক,আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির সভাপতি মনোজ টিগ্গা বলেন,এখানে তিন টি ধাপে বৈঠক শুরু হয়েছে।২০২৪ এ আলিপুরদুয়ারের আসন টি মোদির ঝুলিতে দেব।সংগঠন কে মজবুত করতে এই বৈঠক।খেলার জন্য তো রনকৌশল ঠিক করতেই হবে।চাবাগান,পুরসভা ও বস্তিকেন্দ্রিক এই তিন টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।তিনি বলেন বাগানে অনেক ইস্যু রয়েছে। রাজ্য সরকার কে বাগান নিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি।তিনি বলেন চাবাগানের জন্য রাজ্য সরকার কিছু করছেনা।শ্রমিক দের পিএফ এর টাকা দিচ্ছেনা।এফ আই আর হলেও মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নিচ্ছেনা রাজ্য সরকার।আলিপুরদুয়ারে বিশিষ্ট আইনজীবী তথা তৃনমূল নেতা জহর মজুমদার সম্প্রতি টিএমসি দল ত্যাগ করেছেন।এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উনি বিজেপি তে এলে স্বাগত জানানো হবে।তাতে লাভ হবে আমাদের।আর আলিপুরদুয়ারে টিএমসি চালাচ্ছে বিজেপি।টিএমসি বিজেপি নেতাদের ধার করে নিয়ে দল চালাচ্ছে।

सुबह की सुनहरी शुरुआत
राष्ट्रीय खबर
हमारी नज़र
अब नये तेवर में
राष्ट्रीय खबर अब बांग्ला में भी
জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
29:11:2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে স্কুল কলেজে আবার কোভিডের মতো পরিস্থিতি

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে বিএনপিসহ সমমনা দলগুলোর ডাকা হরতাল অবরোধ কর্মসূচি এবং একে ঘিরে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে তার কারণে প্রবল সংকটের মুখে পড়েছে দেশটির শিক্ষা খাত। বেশির ভাগ অভিভাবক নাশকতার আশঙ্কায় সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে চাইছেন না। অন্যদিকে শিক্ষকরা একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন তেমনি চলমান সংকটের মধ্যে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সময় মতো ক্লাস পরীক্ষা শেষ করার চাপের মধ্যে আছেন। ফলে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাস যেমন মিস যাচ্ছে, তেমনি ব্যাহত হচ্ছে বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতিও। যেখানে কোভিড মহামারির কারণে আগে থেকেই শিখন ঘাটতি রয়ে গিয়েছে, সেখানে নতুন করে বিশেষ করে বছরের শেষে এসে শিক্ষায় এমন ক্ষতি অপূরণীয় বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা। তাদের মতে এ ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি শিক্ষাবান্ধব নয়। কিছু বেসরকারি স্কুল অনলাইনে পাঠদান শুরু করলেও সেটা শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পরিপূর্ণভাবে পূরণ করতে পারবে না বলেও তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বেসরকারি কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও সরকারিভাবে হরতাল ও অবরোধের সময় স্কুল কলেজ বন্ধের কোনো নির্দেশনা নেই।

আরো জিম্মি ও ফিলিস্তিনির মুক্তি, যুদ্ধবিরতি বাড়ার ঘোষণা, ইসরায়েল গাজা সংঘাতের সর্বশেষ

গাজা (এজেন্সী) ঃ ইসরায়েলি কারাগারে বন্দি মুহাম্মদ আবু আল হুমুস, সোমবার রাতে পূর্ব জেরুজালেমে তার বাড়িতে ফিরে মাকে চুম্বন করেন।

গাজায় টানা চারদিনের অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির শেষ দিনে, হামাস এবং ইসরায়েলের মধ্যে সমঝোতা অনুযায়ী ইসরায়েলি জিম্মিদের আরো একটি দলকে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে একদল ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সময় সোমবার মধ্যরাতে ইসরায়েলি কারাগার থেকে ৩৩ জন ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেওয়া হয়। এর আগে হামাস ১১ ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেয়। যারা ছিলেন ফ্রান্স, জার্মানি বা আর্জেন্টিনার দ্বৈত নাগরিকত্ব পাওয়া ব্যক্তি। চারদিনের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে সোমবার কাতারের মধ্যস্থতাকারীরা মঙ্গলবার এবং বুধবার দুই দিন যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর ঘোষণা দেয়। কাতার বলেছে, ইসরায়েল ও হামাস যুদ্ধবিরতির মেয়াদ দুই দিন বাড়ানোর বিষয়ে সম্মত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তবে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত করা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা মুখপাত্র জন কারবি বলেছেন, আগামী দুই দিনের মধ্যে হামাস আরও ২০ জন নারী ও শিশুকে মুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এর আগে সোমবার সন্ধ্যায় এক প্রেস ব্রিফিংয়ে ইসরায়েলের সামরিক মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি বলেছেন, বাস্তবে না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছুই চূড়ান্ত নয়। আজ রাতেও পরিস্থিতি এগিয়েছে, তবে এজন্য ধৈর্যের প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, এই মুহূর্তে আমাদের মূল লক্ষ্য যে পরিবারগুলো প্রিয়জনের অপেক্ষায় প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আছেন, অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন তাদের কথা ভেবে অপহৃতদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনা। এটা চলতি কাঠামোর ধারাবাহিকতার মাধ্যমে বা যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে হতে পারে।

এক কথায়, যুদ্ধবিরতি বাড়তে পারে আবার যুদ্ধ পুনরায় চালু হতে পারে এই দুটি সম্ভাবনার কথাই বলেছেন তিনি।

এদিকে যুদ্ধবিরতির মধ্যে মানবিক ত্রাণ সহায়তার ভর্তি আরও কিছু ট্রাক সোমবার গাজা উপত্যকায় প্রবেশ করেছে। সহায়তা সংস্থাগুলি মূলত যুদ্ধপীড়িতদের মধ্যে খাবার, জ্বালানি এবং ওষুধ বিতরণ করছে।

গাজাবাসীর জন্য জরুরি ত্রাণ বিতরণ আগের চেয়ে বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। কিন্তু তারা এটাও সতর্ক করে বলেছে, যে পরিমাণ ত্রাণ সহায়তা আসছে তা চাহিদার তুলনায় নগণ্য। সমুদ্রে এক ফোটা জলের মতো।

এরপরও গাজাবাসী জরুরি ত্রাণ সহায়তা পেতে এবং নিরাপদে গাজায় চলাফেরা করতে, যুদ্ধে বিরতির এই সময়টি ব্যবহার করছে - অনেকেই তাদের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন।

আবার যাদের বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তারা কী পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা খতিয়ে দেখতে যাচ্ছেন।

অনেকে শীতের কাপড়ের সন্ধান করছেন। কেননা গাজায় বৃষ্টিপাত এবং ঝড়ো বাতাস দেখা দিতে শুরু করেছে।

অনেকেই ভাবছেন যে গাজায় যুদ্ধবিরতির মেয়াদ দুই দিন বাড়ানো হলে সামনে আরও দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধবিরতির পথ প্রশস্ত করতে পারে।

এটা নির্ভর করছে হামাস কী দিতে পারে তার উপর। যুদ্ধবিরতি অব্যাহত রাখতে তাদের প্রতিদিন ১০ জন করে জিম্মিকে মুক্তি দিতে হবে।

জিম্মিরাও গাজা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা শুধু হামাসের হাতেই নয়, অন্যান্য অনেক দল ও গোষ্ঠীর হাতেও জিম্মি অবস্থায় আছে।

তাদের কাছে পৌঁছানো সবসময় সহজ নয়। সব মিলিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি বেশ জটিল রূপ নিয়েছে।

যদি এই সুষ্ঠুভাবে দুই দিন যুদ্ধবিরতি বাড়ে এবং হামাস যদি আরও জিম্মিদের মুক্তি দেয় - তাহলে এই যুদ্ধ বিরতি বাড়ানোর কথা বিবেচনা করা হতে পারে।

এ ব্যাপারে উভয় পক্ষ থেকে নেতিবাচক কিছু শোনেননি বিবিসির সংবাদদাতা লুসি উইলিয়ামসন।

তবে ইসরায়েল বলেছে যে, তারা যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রস্তুতি নিতে কতোটা এগোবে তার একটি সীমা আছে। এবং এটাও খুব স্পষ্ট যে একবার সেই প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে ইসরায়েল পুনরায় পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধে ফিরে যাবে।

তারা এটাও বলেছে যে, ইসরায়েলের মূল লক্ষ্য, হামাসকে নির্মূল করা।

কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল আনসারি মানবিক যুদ্ধবিরতি আরও দুই দিন বাড়ানোর চুক্তির বিষয়ে বিবিসি নিউজের সাথে কথা বলেছেন।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে জিম্মিদের মুক্তির আলোচনায় মধ্যস্থতা করছে কাতার।

তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, হামাস বর্ধিত অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির অংশ হিসাবে আরও ২০ জিম্মিকে মুক্তি দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে।

চুক্তিটি ওই দুই দিনের পরে আরও বাড়ানো যেতে পারে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা বেশ আশাবাদী। তার মতে, চার দিনের বিরতির জন্য চুক্তিতে পৌঁছানো সহজ কাজ ছিল না।

আমরা এই মানবিক যুদ্ধ বিরতি চুক্তির জন্য আলোচনা করতে গিয়ে অনেক কঠিন সময় পার করেছি।

এখন যেহেতু দুই দিনের যুদ্ধবিরতি রয়েছে আমরা আশাবাদী যে উভয় পক্ষের জন্য আমরা আরও টেকসই যুদ্ধ বিরতির বিষয়ে কাজ করতে পারবো।

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই এই সপ্তাহের শেষের দিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একটি বৈঠক আয়োজন করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে যাবেন।

কারণ ইসরায়েল গাজা সংঘাতের মধ্যস্থতার জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

বৈঠকের আগে, জর্ডান অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি স্থায়ী করার জন্য পুনরায় আহ্বান জানিয়েছে।

অন্যদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ইসরায়েলের যে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া উচিত, সেই গুরুত্বের বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিত্ব প্রতি মাসে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দেশের ওপর বর্তায়। এবারে চীন সেই দায়িত্ব পেয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে আবারও মধ্যপ্রাচ্য সফর করবেন। তিনি ইসরায়েল এবং পশ্চিম তীর পরিদর্শন করবেন বলে জানা গিয়েছে।

সেইসাথে তিনি গাজায় ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রাখার বিষয়েও আলোচনা করবেন।

হামাসের হাতে জিম্মি সবার মুক্তি নিশ্চিত করবেন এবং গাজার বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা উন্নত করার বিষয়ে কাজ করবেন।

ইসরায়েল হামাস যুদ্ধ শুরুর পর এই অঞ্চলে এটি হবে তার তৃতীয় সফর।

যুক্তরাষ্ট্রের ভারমন্টে শনিবার তিন ফিলিস্তিনি ছাত্রকে লক্ষ্য করে গুলি করার ঘটনায় মুসলিম নাগরিক অধিকার এবং অ্যাডভোকেসি গ্রুপ অপরাধীর বিষয়ে যেকোনো তথ্য জানানোর বিপরীতে ১০ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। গুলিবিদ্ধ ওই তিন ফিলিস্তিনি তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

বার্লিংটন পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার দিন হিশাম আওয়ারতানি, তাহসিন আহমেদ এবং কিন্নান আবদালহামিদ এক পারিবারিক নৈশভোজের উদ্দেশে হেঁটে যাচ্ছিলেন।

এ সময় ইউনিভার্সিটি অফ ভারমন্ট ক্যাম্পাসের কাছে তাদেরকে লক্ষ্য করে এক ব্যক্তি গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়।

কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনসের (সিএআইআর) দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে মুসলিম বিদ্বেষ এবং ফিলিস্তিন বিরোধী ঘৃণা ও সহিংসতা বেড়ে গিয়েছে।

এমন পক্ষপাতমূলক উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের ওপর গুলি চালানো হয়েছে বলে তারা ধারণা করছেন।

এমন সব সম্ভাব্য কারণ তদন্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছে সংস্থাটি।

এর আগে ভিকটিমদের পরিবারও গুলি চালানোর ঘটনাকে 'ঘৃণা বিদ্বেষমূলক হামলা' আখ্যা দিয়ে পুলিশকে তদন্ত করার আহ্বান জানায়।

তবে পুলিশ এখন পর্যন্ত এই হামলার পেছনে সম্ভাব্য কোনো কারণ জানাতে পারেনি।

তবে তারা বলেছে, হামলার সময় ওই তিন ছাত্র, কেফিয়েহ পরা অবস্থায় ছিলেন যা সাদাকালো ডিজাইনের আরবদের ঐতিহ্যবাহী স্কার্ফ।

আক্রমণের সময় হামলাকারী আরবি ভাষায় কথা বলছিলেন বলেও জানায় পুলিশ।

সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে এখনও ধরতে পারেনি পুলিশ। তার খোঁজ চলছে।

গুলিবিদ্ধ তিনজনের মধ্যে, দুইজনের শারীরিক অবস্থা অবস্থা স্থিতিশীল হলেও তৃতীয় জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় গাজার পরিস্থিতি আরও বিরূপ গাজায় সাম্প্রতিক দিনগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাত দেখা দিয়েছে এবং এর প্রভাবে তাপমাত্রাও অনেকখানি নেমে গিয়েছে।

বিবিসির সংবাদদাতা, আদনান এল বুর্শ বলেছেন, পরিস্থিতি খুবই খারাপ - বিশেষ করে তাঁবুতে বসবাসকারী বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলো এখনও পর্যাপ্ত গরম কাপড় পায়নি। তাদের মানবেতর দিন কাটাতে হচ্ছে।

আমি তাদের অনেককে ধ্বংসস্তূপের নিচে পুরানো কাপড় এবং কম্বল খুঁজতে দেখেছি, তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িতে ফিরে যেতে দেখেছি।

গত ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলায় ১২০০ জন নিহত হয়েছিলেন। সেইসময় তারা প্রায় ২৪০ জনকে জিম্মি করেছিল।

এরপর থেকে, গাজায় টানা ছয় সপ্তাহ ধরে হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েলি বাহিনী। গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ইসরায়েলের ওই পাল্টা অভিযানে নিহতের সংখ্যা সাড়ে চৌদ্দ হাজারে ছাড়িয়েছে।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে কাতার কীভাবে মধ্যস্থতাকারী হয়ে উঠলো?

কাতার ঃ ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে সাম্প্রতিক অস্ত্র বিরতির মধ্যস্থতা করার পর আবারো আলোচনায় উঠে এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের গ্যাস সমৃদ্ধ দেশ কাতার। এ ঘটনার পর রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, কাতার সূক্ষ্মভাবে আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষায় নিজের ভূমিকা তুলে ধরেছে। দেশটি একদিকে যেমন পশ্চিমাদের কাছে 'জঙ্গি গোষ্ঠী' হিসেবে পরিচিত সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ রেখে আসছে তেমনি আবার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রতিরক্ষা বিষয়ক সম্পর্কও বাড়িয়ে যাচ্ছে।

গত ২৪শে নভেম্বর থেকে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চার দিনের একটি অস্ত্র বিরতি শুরু হয়। পরে সেটি আরো দুইদিন বাড়ানো হয়। এই অস্ত্র বিরতির মধ্যস্থতা করেছে কাতার। কাতারের পররাষ্ট্র বিষয়ক মুখপাত্র মাজেদ আল আনসারি একটি চুক্তির ঘোষণা করেন যার মধ্যে অস্ত্র বিরতি এবং ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

চলতি সংঘাতের শুরু থেকেই মিশর আর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মিলে দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করে আসছিল কাতার।

সংবাদ মাধ্যম গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মধ্যপ্রাচ্যের অনেকগুলো দেশ নিজেদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তুলে ধরতে চায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মিশর, ওমান এবং কুয়েত। তবে এদের ছাপিয়ে ওই অঞ্চলে কাতারই সংকট সমাধান ও আলোচনার উদ্যোক্তা দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ইউক্রেন থেকে শুরু করে লেবানন, সুদান, ইরান, আফগানিস্তান এবং গাজা সংকটে মধ্যস্থতা করেছে কাতার।

২০১৭ সালে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় ইরাকে আটক জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে সমঝোতায় সাহায্য করেছিলো কাতার। অবশ্য ওই জিম্মিদের মধ্যে কাতারের ক্ষমতাসীন পরিবারের কয়েক জন সদস্যও ছিলেন।

২০১৯ সালে আফগানিস্তানের তালেবানদের হাতে আটক দুই জন পশ্চিমা জিম্মির মুক্তিতে মধ্যস্থতা করেছিলো কাতার। ২০২১ সালে তালেবানরা ক্ষমতায় আসার পর হাজার হাজার মানুষকে সরিয়ে নেয়ার বিষয়েও ভূমিকা রাখে দেশটি। আর চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে বন্দী বিনিময়েও কাজ করে দোহা।

কাতারে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের আল উদেইদ ঘাঁটি আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার সৈন্য প্রত্যাহারের সময় গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে। একই সাথে কাতার তালেবানদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘ যুদ্ধের সমাপ্তি টানতে সমঝোতা আলোচনায় স্বাগতিক দেশ হিসেবেও কাজ করেছে। ২০১৪ সালেও গাজায় ইসরায়েলি সংঘাতের সময়ে মধ্যস্থতা করেছিলো কাতার।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন, ছোট দেশ হলেও তরল গ্যাস সমৃদ্ধ ধনী এই দেশটি একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে নিজেকে অপরিহার্য হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছে, একই সাথে প্রতিবেশী দুই বড় দেশ সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছে। যার কারণে সংঘাতের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আবির্ভূত হতে চেয়েছে দেশটি।

মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক লেখক ও গবেষক আতেফ আল শায়ের বিবিসি বাংলাকে বলেন, ''কাতার এরইমধ্যে বিশ্বের বেশ কিছু ঘটনায় যুদ্ধরত পক্ষগুলোর মধ্যে সফলভাবে মধ্যস্থতা করেছে। বিশেষ করে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে বন্দী বিনিময়ে কাতার ভূমিকা পালন করেছে।''

আমেরিকান ও তালেবানদের মধ্যে মধ্যস্থতায়ও কাতার সফল হয়েছে। ফলে মধ্যস্থতাকারী দেশ হিসেবে কাতার আসলেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মানবিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংকট সমাধানে কাতার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ সংঘাতে যুক্ত থাকা দুই পক্ষের ব্যক্তিরাই কাতারে রয়েছে। আর কাতার নিজেও এই ভূমিকায় নিজেকে তুলে ধরতে চায়, তিনি বলছেন। ১৯৯৫ সালে শেখ হামাদ বিন খলিফা আল থানি কাতারের আমির হওয়ার পর থেকে দেশটি মধ্যপ্রাচ্যে নিজেকে মধ্যস্থতাকারীর জায়গায় প্রতিষ্ঠা করে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পশ্চিমা দেশগুলো যেসব 'রাষ্ট্র নয় এমন সত্ত্বা' যেমন বিভিন্ন আদিবাসী ও সশস্ত্রবাহিনী যাদের সাথে আলোচনায় প্রস্তুত নয়, এমন সব প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীগুলোর সাথেও আলোচনা করে কাতার।

সময়ের সাথে সাথে এসব গোষ্ঠীর তালিকায় যুক্ত হয়েছে আফগানিস্তানের তালেবান, সিরিয়ার বিদ্রোহী গোষ্ঠী, হামাস এবং ফিলিস্তিনের অন্যান্য সংগঠন যেমন ইসলামিক জিহাদ। বার্তা সংস্থাগুলো অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের তথ্য অনুযায়ী, কাতারে আশ্রয় নিয়েছেন হামাসের শীর্ষ নেতা খালেদ মাশাল যিনি ১৯৯৭ সালে জর্ডানে ইসরায়েলি হত্যাকাণ্ডের প্রচেষ্টা থেকে বেঁচে যান। এছাড়া হামাসের সুপ্রিম লিডার ইসমাইল হানিয়েহ কাতারে বাস করেন। ইরানের সাথেও কাতারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কয়েক বিলিয়ন ডলারের যৌথ প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে তাদের।

গত কয়েক দশকে এ ধরনের সম্পর্ক কাতারকে এমন একটি অবস্থানে নিয়ে গেছে যেখানে দেশটি এই গোষ্ঠীগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং ইসরায়েলের চুক্তির বিষয়ে মধ্যস্থতা করে থাকে। দুই পক্ষের হয়েই চুক্তির বিষয়ে দরকষাকষি করে এই দেশটি।

এই অবস্থাকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা সবার বন্ধু, কারো বন্ধু নয় বলে উল্লেখ করেছেন।

বেশিরভাগ মুসলিম দেশের মতোই ফিলিস্তিনের সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে কাতারের এবং দেশটি দুই রাষ্ট্রের সমাধানকে সমর্থন করে।

২০১২ সালে সাবেক আমির শেখ হামাদ প্রথম কোনো আরব নেতা হিসেবে গাজা সফর করেন। কাতার বছরে হামাসকে প্রায় এক বিলিয়ন পাউন্ড দেয় বলে স্কাই নিউজের এক খবরে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া হামাসের রাজনৈতিক শাখা রয়েছে দোহায়। হামাসের বেশ কয়েক জন নির্বাসিত নেতারও ঠিকানা এই দোহা।

একই সাথে ইসরায়েলের একটি 'ট্রেড অফিস'ও রয়েছে দোহায়। মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে কাতারেই যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাঁটি অবস্থিত। হাজার হাজার মার্কিন সেনা রয়েছে আল উদেইদ এয়ার বেইজ বা আল উদেইদ নামে এই বিমান ঘাঁটিতে। এখান থেকে নিয়মিত সামরিক অভিযান পরিচালনা করে যুক্তরাষ্ট্র।

বিশ্লেষকরা বলছেন, তার মানে হচ্ছে, এখান থেকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিজেদের স্বার্থের পক্ষে কাজ করতে পারে।

১৯৯৬ সালে প্রথম গালফ রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল কাতার। কিন্তু ২০০৯ সালে এটি আবার ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে গাজায় ইসরায়েলের হামলার পর।

২০২০ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইনের মতো মধ্যপ্রাচীয় দেশগুলোর সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্থাপন করলেও কাতার বিরত ছিল।

ইসরায়েলে হামাসের হামলার জন্য ইসরায়েলকেই দায়ী করে কাতার। তারা এই হামলার নিন্দা জানায়নি। উল্টো তারা গাজায় ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানিয়েছে।

বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস বা এপি'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র নেটোর বাইরে কাতারকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মিত্র মনে করে।

বাইডেন প্রশাসন জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে কাতারের ভূমিকার বার বার প্রশংসা করেছে এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাঃটনি ব্লিঙ্কেন অতি সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে তার কূটনীতিক তৎপরতার অংশ হিসেবে কাতার সফর করেছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এর আগে ইসরায়েলের জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে কাতারকে নিয়ে বলেন, কাতার আমাদের দীর্ঘদিনের অংশীদার এবং তারা আমাদের অনুরোধে সাড়া দিচ্ছে। কারণ আমার মনে হয়, তারা বিশ্বাস করে যে, নির্দোষ বেসামরিক নাগরিকদের মুক্তি দেয়া উচিত।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, কাতারকে পশ্চিমা দেশগুলো বিশ্বাসযোগ্য পক্ষ হিসেবে দেখে। কারণ তাদের চোখে কাতার হচ্ছে এমন একটি দেশ যারা আঞ্চলিক রাজনীতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতিও বোঝে। কাতারের মধ্যস্থতায় এ পর্যন্ত যেসব চুক্তি হয়েছে তাতে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো লাভবানই হয়েছে।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে অস্ত্র বিরতির মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাতারের উঠে আসার পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা।

কিংস কলেজ অব লন্ডনের সহযোগী অধ্যাপক এবং কাতার বিশ্লেষক ড. ডেভিড বি রবার্টর্স বলেন, ''কাতারের মধ্যস্থতাকারী হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে হামাসের সাথে দেশটির ভাল সম্পর্ক।'' তিনি বলেন, এ কারণে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল দুই পক্ষই চেয়েছে, কাতার যাতে এই সমঝোতা প্রক্রিয়ায় এগিয়ে আসে এবং তারা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে।তারা চেয়েছে এবং তাদের এটা দরকারও ছিল এমন একজন মধ্যস্থতাকারীর যারা হামাসের সাথে আলোচনা করতে পারবে।

राष्ट्रीय ख़बर
हमारी नज़र
नौ
कदम
और
दिल्ली
तेलंगना
हिमाचल प्रदेश
जम्मू-कश्मीर
गुवाहाटी
आंध्रप्रदेश
चंडीगढ़
बिहार
झारखंड
e-mail (bangla) : rashtriyokhobor@gmail.com
http://rashtriyakhabar.com/epaper
e-mail : rastriyakhabarhn@gmail.com
web : www.rashtriyakhabar.com
Rashtriya khabar
Rashtriyakhabar LIVE
jatiyokhobor.co.in
Visit us @Ph.
0651-2244505
0651-2244605

জাতীয় খবর
Adfromhomes.com
Publish your Rashtriya Khabar classified ads from your laptop!
Only in 3 simple steps.
Select Edition
Make Your Ad
Pay
and its Published !!!
Adfromhomes.com
book classified ads in all indian newspaper